থাকিত, তাহাহইলে দুই জন বাঙ্গালী-বিদ্বেষীর কথায় তাঁহারা বিরক্ত হতেননা ও বিশুদ্ধ লেখার ক্ষমতা নাই ব'লেই এত মাথাকোটাকুটি প'ড়েগেছে। কোন এক সুপ্রসিদ্ধ প্রধান লোক ফরাসিস দেশে ক্রমান্বয়ে অনেক বৎসর থাকিয়া ফরাসিসদিগের সহিত সহবাস, আহার ব্যবহারাদি করিয়াও ব'লেছিলেন যে তিনি অনেক যত্ন করিয়াও ফরাসি ভাষার কিছু শিখিতে পারেন নাই। এই থেকেই বোঝা যায় যে এক জাতীর ভাষা অপর জাতীর শিক্ষাকরা কত কঠিন। তাহাতে বাঙ্গালীরা ইংরাজের সঙ্গে না মিশে, না খেয়ে, না থেকে যে ইংরাজীভাষা সম্পূর্ণ দখল করিতে পারেনি এর বিচিত্রতা কি? এর জন্যে এত মাথাকোটাকুটির দরকার কি? আমাদের মধ্যে তো কথাই প্রচলিত আছে যে একজন সাহেব বড় বাঙ্গালাভাষায় পণ্ডিত ব'লে পরিচয় দিতেন এবং কোন বাঙ্গালীকে তাঁর সাম্নে ইংরাজী কথা কইতে দিতেননা, একদিন একজন আমাদের দলের লোক তাঁর কাছে যেতেই তিনি বাঙ্গালা কথা কহিতে বলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ক'রছিলেন?" এই কথা শুনেই তিনি ব'ল্লেন "সাহেব ঝুরোলুসে কুপোকাত ক'রেছিলেম।" এই কথা যে বলা অমনি সাহেবের সর্ব্বনাশঘটে গেল, সাহেব অভিধানেও পাননা বাক্যা-বলিতেও পান না; ভেবেই অস্থির। অতএব এ জানাকথায় গা জ্বল্‌বার কারণ কি; বাঙ্গালীর চেয়ে ইংরাজে ইংরাজী ভাল লিখ্‌বে তার সন্দেহ কি? তবে রো এবং ওয়েব সাহেবরা যে বাবু ইংলিস ব'লে একটা রগড় ক'রেছেন সেটা কেবল তাঁদের অহঙ্কার মাত্র, যাহা চিরকাল হ'য়ে আস্‌ছে তাহা লয়ে ব্যঙ্গে কি ফল? তবে যদি তাঁরা বাবু ইংলিসের সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালীদের বুদ্ধির অপ্রখরতা দেখাতে ইচ্ছা ক'রে থাকেন তবে সেটা অন্যায় হ'য়েছে। কথা বলবার আগে আপনার গায়ে হাত দে ব'লতে হয়। চালনির ছুঁচের নিন্দা ও বিষ্ঠার নরক নিন্দা যে রূপ, ইংরাজদের বাঙ্গালিকে মোটাবুদ্ধি বলাও সেইরূপ। আজ কাল বিলাতের একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক যিনি কলিকাতায় অনেক দিন ওরিএণ্টল স্কলার ব'লে কব্‌লাতেন, লেখা বক্তৃতা পাঠকর্ত্তে২ ব'লেছিলেন "এই ভিড্যালয় এইষ্ঠানে পুনর্ব্বার ষ্ঠাপিত হইলেন" আর কলিকাতায় মিসনরীগিরী ক'রে বয়েস গুড়ায়ে লঙ সাহেব নীলদর্পণ তরজমায় সড়পির অনুবাদ ত্রিক্‌ডষ্ট্ ক'রেছিলেন এবং দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন "হোতা কে হয় তুমি না তোমার দাদা হয়?" তুলনায় এরচেয়েও কি বাঙ্গালীতে ইংরাজী কম শিখে?

ঢুণ্ঢু পান্তি নানা, আবার ধরা প'ড়েছে শুনে আমাদের মনে পৌরাণিক কথার উপর আবার বিশ্বাস হবার উদ্যোগ হ-য়েছে। রক্তবীজের কথাটা ইতিপূর্ব্বে আমরা বড় মানতেম না "কবির মুখের কাব্য" ব'লে হেসে উড়ায়ে দিতেম কিন্তু এইবার বিষয়টা আন্দোলিত হওয়াতে আর হেসে উড়াইবার যো নাই। নানা, নানাব'লে নানালোকের ফাঁসি হ'য়ে-গেছে, গুণতে গেলে তিন আঁকুরে সং-খ্যার ভিতর তাঙ্গড়ায় না, তবু নানার শেষ হয় না। একি আপদ! ব্রিটিস্ গভ-র্ণমেণ্ট কি পরশুরামের নিক্ষত্রিয়করণ প্রতিজ্ঞার ন্যায় নির্খোট্টা করণে কৃতসং-কল্প হয়েছেন? যতদিন খোট্টা থাকিবে তত দিন কি আর নানার শেষ হবেনা? নানা ব'লে কাহাকেও ধরিবার অগ্রেই কি বিবেচনা করা উচিত নয় যে ইতিপূর্ব্বের নানা ব'লে ফাঁসি দেয়া লোকসকল তবে নিরপরাধে বিনষ্ট হ'য়েছে? আর তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কি বিদ্রোহী মা-ত্রকেই মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য নহে? আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কি সকল কথাই মিথ্যা লিখে গেছেন, আর আধু-নিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি গৃহছিদ্র গোপন রাখা উপদেশ দেন না? কোন কালে মিউটিনি হয়েছিল, যারা ক'রে-ছিলো তাদের পাড়াপ্রতিবাসী পর্য্যন্তকে বাছুড়মারা করেও কি সাধমেটেনি; এ-খনো সেই পুরোণো ও বিস্মৃতিপথগত কথাগুলির আন্দোলন ক'রে, লোকের মনে নূতন ক'রে দেয়ায় ফল কি? যত রগুড়ান হবে তত তিতরস উঠ্‌বে তা কি জানা নেই? । যা হউক আমরা গরিব ব্রাহ্মণ স্থিরভাব থাক্‌লেই দুইচারটা ভিক্ষা মিলে সুতরাং আমরা গভর্মেণ্ট-কে অনুরোধ করি যে আর পুরাণো কাসুন্দির কটুরস উত্তোলনে কাজ নাই ও নররক্তপাত হইতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য।

সাতদশা—রিনমদীর তীরস্থ ভবন সকলে এক দল করিয়া মূর্ত্তি আছে এবং সেই মূর্ত্তি সাতটী ও তাহাদের সমষ্টিকে বলে সাতদশা—এই মূর্ত্তিগুলির যে অর্থ তাহা সকল দেশেরই যোগ্য এই নিমিত্ত আমরা এস্থলে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিতেছি সভ্যগণ রাগক'রবেননা কেননা "হককথায় আহাম্মক ব্যাজার" হয়, ঐ সাতমূর্ত্তির প্রথমটী রাজমূর্ত্তি, যাহাতে বলে "আমি রাজস্ব গ্রহণ করি" দ্বিতীয় মূর্ত্তি বড়মানুষ অর্থাৎ জমিদার ও উহার বাক্য "আমি লাখরাজের খাজানা লই" তৃতীয় মূর্ত্তিটী ধর্ম্মযাজকের অর্থাৎ ব্রা-হ্মণের বা আমার ব'ললেও চলে সেই মূর্ত্তির কথা "আমি বাপু দান লই" চতুর্থ মূর্ত্তি বণিকের, তাহার বাক্য "আমি লভ্য লইয়া দিনপাত করি" পঞ্চমমূর্ত্তি সেপা-ইয়ের, তাহার কথা "আমি কিছুর দর

দিইনি” ষষ্ঠমূর্ত্তি ভিক্ষুকের ও তাহার কথা “আমি ভিক্ষা করি আমার কিছু নাই” সপ্তমমূর্ত্তি কৃষকের এবং সে বলে “পরমেশ্বর আমাকে সাহায্য করুন যে-হেতু এই ছয়জন লোক আমারই দ্বারা প্রতিপালিত হইবে।” কেমন সভ্যগণ মূর্ত্তিগুলির বাক্যার্থ সমস্ত সঙ্গতবোধ হয় না? আপনাদের যিনি রাজারাজড়োর পদ পেয়েছেন তাঁরা রাজস্ব লয়ে মজাক'রে “রঙ্গমেভঙ্গমৎ করো” ব'ল্ছেন ও বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ, নাচ, গান, আমোদ প্রমোদ ক'রে নাম কিন্‌চেন। যাঁরা জমিদার, তাঁরা ভুঁড়োপেট বার্‌ক'রে তকিয়া ঠেষান দে আলবোলাতে তমাক টান্‌তে টান্‌তে “মারবেটাকে ধর বেটাকে” ক'রে কাছারি কচ্ছেন ও খাটাখুটি না ক'রেও পায়ের উপর পা দে বসে খাচ্ছেন। যাঁরা আমাদের মত দড়িগাচটা গলায় দিয়েছেন তাঁদের তো পোহাবারো, রাজাই বা কি, জমিদারই বা কি আর মেথরই বা কি সকলেরই মাথায় হাতবুলায় ও ঘাড়ে লাথিমেরে সন্দেশ মণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা গালেফেল্‌ছেন ও ব্রাহ্মণীদের অলঙ্কারের ফরমাচ দিচ্ছেন। যারা বণিক তাঁরা সাঁকের করাত, দেবারবেলাও লন নেবারবেলাও লন, নেওয়া ভিন্ন আর কিছু জানেন না, কিছু ব'লতে গেলেই ব'লে বসেন “লাভ না নিলে পোষায় কই।” যাঁরা সেপাই, তাঁরা ক্ষুদ্রনবাব অস্ত্রাদির বলেই তাঁদের ভয়ে সকলে তটস্থ যা ইচ্ছা তাই সবলহস্তে লন দরের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বেচারা ব্যবসাদারেরা গুঁতোর ভয়ে চুপক'রে থাকে। যারা ভিক্ষুক তাদের এক রকম মন্দনয়, কান্তিপুষ্টি দেহে ফুঁদিয়ে বেড়ায়েবেড়ায় আর দরকার হ'লেই “জয়রাধাকৃষ্ণ” ব'লে লোকের দ্বারে গে খাড়া হয়, বাড়িওলার মহাবিপদ, ফেরাবার যো নেই “অতিথির্যস্যভগ্নাশোগৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে সতস্মৈ দুষ্কৃতংদত্বা পূণ্যমাদায় গচ্ছতি” শ্লোকটীর ভয়ে তাড়াতাড়ি কিছু বেরকোরে দেন। এখন সকল বিপদই গোবেচারা চাষার, সমস্ত বৎসর মেহনত কোরে ছয়জনের পেট পোরাতেই কুলান ভার আপনার দুঃখ ঘোচেনা।

সংবাদ সুগোচর হইয়াছে যে গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অহিফেন ১৬০০০ মোন অধিক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে অপিয়ম এজেন্সীর কর্ম্মচারীরা কোম্পানীবাহাদুরের নিকট হইতে খয়েরখাঁয়ীত্ব-সূচক পুরস্কারের আশা কর্ত্তেছে, আর কানাঘুষা এমনি শোনা যাচ্ছে যে গভর্‌মেণ্টহইতে তাঁহাদিগকে না কি প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে। আমার বাসন্তিকা সে দিন ব'লছিলেন যে অহিফেন অধিক উৎপাদনের জন্য পুরস্কার দেয়া অপেক্ষা যেমন বাগের,

ভালুকের, নেক্‌ড়িয়ার, সেয়ালের ও কুকুরের মাথার উপর পুরস্কার বা দর দেওয়া আছে, সেইরূপ মানুষের মাথার উপর একটা দর দিলে ভাল হয়।

মহারাজ হলকারের স্থাপিত কাপড়ের কলনির্ম্মিত বস্ত্রসকলের নমুনাস্বরূপ কয়েক খণ্ড বিলাতে এষ্টেট্‌ সেক্রেটারির নিকট দর্শনার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং এষ্টেটসেক্রেটারি লর্ড সালিসবরি তদ্দর্শনে আহ্লাদ প্রকাশ করাতে শুন্‌ছিনাকি মাঞ্চেষ্টারের বণিকসকল মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েন ও বড় বড় ডাক্‌তারেরা এসে নির্ণয় করিয়াছেন যে ভারতের কল সকলের হুড়্‌হুড়নির শব্দই সেই মূর্চ্ছার কারণ— "একগাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথা ধরে" বাক্যটার এতদিনের পর সার্থকতা ঘট্‌লো।

চীন ও জাপানদেশীয়দিগের মধ্যে যে বিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা মিটে যাওয়াতে আমাদের ঢেঁকিচড়া ঋষিটী বড় ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন ও তাঁর শিষ্যেরা যাহারা নেড়ের দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে ও ভট্টাচার্য্যদের টিকিতে টিকিতে বেঁধে নাকে নস্য দে আমোদ দেখ্‌তে ভাল বাসেন তাঁরা ব'লছেন চীনেদের ও জাপানিদের টিকিতে গোঁফেতে কিরূপ যুদ্ধ হতো তার রগড়টা দেখা গেলনা।

ফ্রেণ্ড্‌ আফ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন, যে জাপান সমুদ্রের উপকূলে ধৃত একটী হোয়েল মৎস্যের উদর হইতে ১০ হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাইয়াছে, তৎশ্রবণে আমাদের দেশের জাঁদরেল গোচ প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা পাড়ার বি এ, এম্‌ এ, ছেলেদের ডেকে ব'লছেন "কেমন বাবুরা, আমাদের মোঙ্গলচণ্ডীর কথা সত্য কি না তা দেখ, তোমাদের সায়েব বিধাতারা এতদিনের পর সে কথা মানছেন। বেণে সদাগরদের বৌ নিলাবতীর বস্ত্রালঙ্কার রাঘববোলে গিলেছিলো তাতে কি আর সন্দেহ আছে?" আমার বাসন্তিকা ঐ কথা শুনে তাঁদের একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন "হ্যাঁগা এক মঙ্গলবারে জাহাজের ধ্বজা,ফিরে মঙ্গলবারে মাস্তুল, ফিরে মঙ্গলবারে তলা পর্য্যন্ত দেখা গে, ফিরে মঙ্গলবারে সাত খান তরি রাজপুত্র সমেত ঘাটে এসে লাগা ও ফিরে মঙ্গলবারে ডাঙ্গার উপর দে গড়গড়িয়ে রাজভাণ্ডারে ওঠাও কি সাহেবেরা সত্য ব'লে মেনেছেন?" তাতে তাঁহারা উত্তর দেছেন "ওগো সব কি মানতে হয়, ধ ব'লতে র ক'রে নিতে হয়।"

ইন্‌স্পেক্টর ফেলনসাহেব একখানি হিন্দি ও ইংরাজী অভিধান লিখিতেছেন গভর্মেণ্টে তাঁহার ৬০০ কাপি ৩০০০০ টাকায় লইবে'ন বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া-

ছেন এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে আর ৮০০০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সংবাদ পেয়ে আমি দৌড়ে গিয়ে বাসন্তিকাকে ব'লুলেম "দেখদেখি কি অন্যায়, এদেশের পণ্ডিতেরা চিরকালটা ভাতেভাত খেয়ে লেখাপড়ার পিছনের বয়সটা গুড়ালে তবু তারা গ্রন্থ লেখ্‌বার যোগ্য হলো না, আর কোথাকার লোক এসে বিদেশীয় হ'য়ে ও এদেশের ভাষায় গ্রন্থ লিখ্‌তে লাগলো আর গভর্ণেণ্ট এদেশীয় পণ্ডিতদেয় ওল্ড্ ফুল ব'লে ব'লে অগ্রাহ্য ক'রে ইউরোপীয়গণের পাণ্ডিত্যই স্বীকার করেন" বাসন্তিকা সেই কথা শুনে মুচ্‌কে হেঁসে ব'ল্লেন "ঠাকুর একটু স্থির হও, রাগকোরো না গভর্ম্মেণ্টের এরূপ করার কারণ আছে। দেখুন আমাদিগের মধ্যে বেদে,বাঁশবাজীকরেরা এসে বাজী করে, ছোট ছোট ছেলেদের পায়ে শিং বেঁধে,হাঁটুতে থালা দে দড়ির উপরে চড়ায়। সেই ছেলেগুলি দড়ির উপর দে মাঝখানে গে দুলে দুলে যখন "হায়রে টাকারে হায়রে টাকা"ব'লে চীৎকার কর্ত্তেথাকে, তখন বাবু,ভেয়ে, বৌ, ঝি, সকলেই পয়সা বৃষ্টি কর্ত্তেথাকেন কেন? টাকার জন্য অল্প বয়সের ছেলেকে বাপমায় দড়ির উপর চড়ায় ও আর আর নানারকম অসমসাহসের কার্য্য করাচ্ছে দেখে সকলেরই মনে দয়া হয় ও সেই দয়ার বেগ সম্বরণ কর্ত্তে না পেরে পয়সা বৃষ্ঠি কর্ত্তে থাকে, এমনকি ছোট ছোট ছেলেরাও তাদের পয়সা দিবার জন্য বাপমাকে পয়সা দেও পয়সা দেও ব'লে ধ'রে টানাটানি কর্ত্তে থাকে। তবে বিবেচনা কোরে দেখুন ইংরাজ জাত ভাই সকল প্রাণের আশা ছেড়ে দে সাত সমুদ্র তের নদী পারে এসে যখন "হায়রে টাকারে হায়রে টাকা" ব'লে চীৎকার কর্‌তে থাকে, তখন কোন প্রাণে গভর্ম্মেণ্ট টাকা বৃষ্টি না ক'রে থাক্‌তে পারেন?

উন্নতির দুইএক কথা।

আজকাল সহর গুলজার,গলি গলিতে ব্যায়াম শিক্ষার আড্ডা হ'য়েছে; ইস্কুলের ছেলেদের মুখে সর্ব্বদাই ঐ প্রসঙ্গ শোনা যায়, কিন্তু কতকগুলো লোকে ব্যয়াম শিক্ষাকে "জিবনাস্তি"ব'লে থাকেন, তাহার ভাব না বুঝতে পেরে আমি আমার জ্ঞানকল্পলতিকা (অর্থাৎ ইংরাজীর এনসাইক্লোপিডিয়া) বাসন্তিকাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ব'লেছেন যে বুড়ো হাবড়া ভেতো বাঙ্গালী যাঁরা ভয়তরাসে, তাঁরা ছেলে পুলে ব্যায়াম শিক্ষা ক'র্ত্তে প'ড়ে ট'ড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে ফেলে ব'লে "জীবনাস্তি" (অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ হয় যাতে) বলেন; আর নব্যসম্প্রদায় যাঁদের রক্তের এখনো পুরো তেজ,তাঁরা

বলেন "জীবননাস্তি" না "জীবন অস্তি" অর্থাৎ জীবন যাহাতে থাকে। এবিষয়টা "গগণেফাল্গুণেফেনে ণত্বনেচ্ছন্তিবর্ব্বরাঃ" ও "নত্বমিচ্ছন্তিবর্ব্বরাঃ" বিবাদের মত হ'য়ে উঠেছে, অতএব ণ'ত্ববিষয়েও যেরূপ লেখকের অভিরুচিই ব্যবস্থা "জীবননাস্তি" ও "জীবন অস্তি" সম্বন্ধে সেই রূপ অভিরুচিতে নির্ভর। যাহাহউক এটার প্রচারে ছেলেগুলো "বর্ম্মা বর্ম্মা" কোরে অকর্ম্মণ্য নাহ'য়ে একটু যে গায়ে সামর্থ্য হবার পথে গেছে সেটাও ভাল কিন্তু পোড়া নশিরাম বাবুর চালচুল, উলটা সাল গায়েদেওয়া দেখে দেখে উড়ানি গায়ে দেওয়া ভুলে গে বগলেই রাখতে ধ'রেছে। ইস্কুলমাত্রেই শুনতে পাই ট্রেনিং পদ্ধতি চলিত হ'য়েছে। লোকে বলে যে বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষগণ সেটা কেবল উন্নতির জন্যই চালায়েছেন, তাঁরা বলেন যে ঐ নিয়মে দিক্ষিত হইলে, ছেলেদের কার্য্যে তৎপরতা জন্মায় ও একত্রে কার্য্যকরবার ক্ষমতা হয়, কিন্তু কথাতেই এই রূপ শুনি ফলে কিছু দেখতেও পাইনি আর বুঝতেও পারিনে, কি করি অনুসন্ধিৎসাটা স্থির হয় না। পাটনেয়ে ম্যাড়ার মত গুঁতোগুঁতি করে শেষে আর ঢু সহিতে না পেরে একদিন একটি ইস্কুলে দেখতে গেলেম, গিয়ে দেখি যে ছেলেগুলোকে ভ্যাড়ার পালের মত তাড়ায়ে নে গে গ্যালারীর উপর বারওয়ারীর সঙ্গের মত উপুরো উপরি বসালে; তার পর সদ্দার গোছের শিক্ষক এসে ব'ললে "উঠ" অমনি ছেলেগুলি দাঁড়ালো, সেটা এক সময়ে হ'লে দেখাত ভাল কিন্তু ঘ'টলো না কতক আগে কতক পরে দাঁড়াল, এই দেখে আমি ভাবলেম যে ছেলেরা অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে প'ড়ছে তাই বুঝি বাতে ধরবার ভয়ে দাঁড় করান হলো, পরে শিক্ষক ব'ললেন "দুই বাহু উপরে" অমনি ছেলেগুলি সাবেকধরণে আগুপেছু হয়ে দুই হাত উপর দিকে তুললে আমি ভাবলেম সেটা বুঝি ঘুড়ির লক ধরবার কস্ত হচ্ছে। তারপর "দুই বাহু অগ্রে" বলাতে ছেলেরা সামনে সোজা হাত বাড়ায়ে দিলে, আমার বোধ হ'য়েছিল যে উড়িবার কসলত করান হচ্চে কিন্তু "কম্পন" বললেই যখন তারা করদ্বয়ের অগ্রভাগ নাড়িতে লাগিল তখন আমি বুঝলেম যে তা না সিতলার ও পিরের গানের সঙ্গে মন্দিরে দিতে শিখান হচ্চে। "অঙ্গুলিধ্বনি" বলাতে ছেলেদের তুড়ি দিতে দেখে ভাবলেম যে বড় মন্দ নয়, বড় হ'লে "ছুটনসেন্স" ব'লে তুড়ি দে উড়িয়ে দিতে পারবে। এইরূপ নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গির পর সব ছেলেগুলি মিলে এক রকম গান ক'রতে লাগলো—প্রথমটা গান দেখেই বোধ হ'য়েছিল মন্দ কি

কালেকে হাপআখ্‌ড়াই টাপআখ্‌ড়াই গাইতে পার্‌বে কিন্তু তখনি জ্ঞান হলো যে সেটা হবে কি ক'রে, তাতে যে একস্বরে গান ক'রতে হয় আর এযে প্রত্যেকের ভিন্ন স্বর হ'চ্চে; সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ধারের বৃক্ষোপরে সম্মিলিত পাখির অনুকরণ অথবা বাহাদুরী কাট টানবার কালে মুটেদের গোলযোগের মত। যা হোক গোড়া থেকে শেস পর্য্যন্ত দেখে কিছু স্থির-ক'র্ত্তে পার্‌লেমনা। কি করি মনে মনে ঐ কথারই আন্দোলন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চ'ললেম ক্রমে সেয়ালদর ইষ্টেসনে গে উপস্থিত হ'য়ে দেখি যে ট্রেন দাঁড়ায়ে র'য়েছে—ঐ যে ট্রেনটি দেখা, অমনি যেন কে দিব্য জ্ঞান ক'রেদিলে, তৎক্ষণাৎ বুঝলেম যে "ট্রেনিং" অর্থে ছেলেদের ট্রেনগাড়ি ঠেলা, থামান, প্রভৃতি শিখানকেই "ট্রেনিং" বলে তখন সেই গানের কাটটানা স্বরের অনুরূপত্বের কারণ জ্ঞান হ'লো। যখন অবিদিত কিছুই রহিলনা, আসল ভেদ মেরেনিলেম তখন ভাবলেম যে এ কি সর্ব্বনাশ! ইস্কুলের হাবাতে মাষ্টারগুলো কি ছেলেদের মুটেগিরী শেখাবার জন্য আছে, না গভর্মেণ্টের এত টাকা এই জন্যে শিক্ষাবিভাগে ব্যয় হয়?

বসন্তক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরাজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাশুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩।৶০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা মাসিক ।৹ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে বিক্রয়ের খরচা টাকায় /০ আনা হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩।/০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তক সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৶০ গৃহীত হয়।

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপ্রণয়যোগাৎ ত্রীড়ু হাস্যাভিমুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

দ্বাদশ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৶ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩১৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগেপত্রপাঠান হইবে না।

সভ্যগণের জয় হোক! সভ্য মহাশয়েরা আজ আপনাদের জয় হোক ব'লতে গে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল আমাদের দেশের মেয়েরা বলে যে বেরালের চেয়ে কুকুর ভাল যেহেতু বেরালে ইচ্ছা করে যে গেরস্তের সব ম'রে হেজে যাক আর সে একলা ঘরের গোঁসাই হ'য়ে মনের সাধে থাকে, আর কুকুরে ইচ্ছাকরে যে গৃহস্তের আরও পরিবারাদি বাড়ুক আর সে তাদের পাতের খেয়ে মানুষ হয়! সভ্যগণ ব'লতে পারেন যে এ কথাটা ধান্‌ভান্তে শিবের গিতের মত হ'লো কিন্তু ফলে যে তা হয়নাই, আমি তার কারণ দেখাচ্ছি। আমি আসরে পা টি দিয়েই অমনি আপনাদিগের মঙ্গলেচ্ছাটা ব্যক্ত করি—তা ভয়ক'রেই হ'ক আর পেঁচক'রেই হোক, ফলে মঙ্গল প্রার্থনাটা সর্ব্বদা ক'রেই থাকি এবং তাইতেই বুঝ্‌তে পারেন যে আমি এই মাত্র ইচ্ছা করি যে আপনারা সুখসচ্ছন্দে থাকুন আর আমি সেই সঙ্গে থেকে নেচেকুঁদে ও দায় অদায়ে কতকটা আপনাদিগের জন্য লড়াই কোরে এক রকমে উদর পূরণ করি, আপনারা বজায় থাকুন ও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি পান আর আমাকে কিছু কিছু দিন অর্থাৎ লোকে কথায় যেমন বলে "ওহে আমার এ বেগুণখেঁত" আমারও মনে সেইরূপ। যদি কেহ বলেন ভিক্ষুক মাত্রেই ঐরূপ ক'রে থাকেন, কোন ভিক্ষুকে ইচ্ছা করে যে গৃহস্তের সর্ব্বনাশ হ'ক? সভ্যগণ বিবেচনা যদি করেন তবেই বুঝ্‌তে পা-

রূবেন যে আমার সঙ্গে অপর ভিক্ষুকের তুলনা ক'রতে গেলে বেরাল কুকুরের তুলনা হ'য়ে পড়ে অতএব দেখুন আমি বেরাল হই কি কুকুর হই, আমি পূর্ব্বেই যা ব'লেছি তাতেই বেশ বুঝা যায় যে আমি আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ও আপনাদের বজায় রেখে কিছু কিছু পেতে ইচ্ছা করি এই আচরণেতে কুকুরের ন্যায় গৃহস্থের মঙ্গলচিন্তা করা ধর্ম্মটা র'চ্চে এখন দেখুন কুকুরের আর কি ধর্ম্ম আমাতে আছে, আমি আপনাদের কাছে নাচি কুঁদি নিকটে নিকটে বেড়াই কখন কখন মাথায় পা দিই। কুকুরেও ঐ সকল করে আর নাই দিলে মাথায় ওঠার বিষয়তো সকলেই জানেন। পল্লিগ্রামবাসী সভ্যেরা ব'লতে পারেন যে কুকুরে তাঁদের সর্ব্বস্ব চৌকি দেয় তা সে বিষয়েও আমি কমি নই, যেহেতু আমি সভ্যগণের বড় বড় ধন সকল চৌকি দিই। আমার সহিত সহজ কুকুরের তুলনা হয় না, পাঠকগণ আমার জগন্নাথ দেবের মত চাকাপারা মুখ খানি দেখেই বুঝ্তে পারেন যে কুকুরের রাজা বুল্‌ডগের সঙ্গেই আমার তুলনা হয় অপরের সঙ্গে নহে,বিশেষতঃ বুল্‌ডগেরা যেমন কিছুতে ভয় পায়না ও বিপক্ষকে তেড়ে গে ধরে আমিও সেই রূপ ক'রেথাকি, যখন সভ্যগণের ঋপুরূপ চোরসকল দেহমন্দির আক্রমণ ক'রতে আসে তখন আমার চীৎকারেই তাঁদের ঘুমভাঙ্গে ও চটকা হয়, তাতে যদি কেহ রেগে আমার আহার বন্ধ করেন তাতেও ডর খাইনা, আর তাঁহাদিগের কোন প্রিভিলেজ বা কোন স্বত্ব নষ্ট করিতে গেলে আমি ঐ মন্দকারীকে এ রূপ নির্ভয়ে টুঁটিকামড়ে ধরি, যে মাথায় লাঠিমেরে মেরেফেলবার ভয় রাখিনা, অতএব সভ্যগণ দেখুন আমার আচরণ কিরূপ। ভাল যদি আমাতে আর কুকুরেতে সৌসাদৃশ্য থাকৃলো তবে সভ্যগণ আমাকে ঘৃণা ক'র্ত্তে পারেন কি না—না তা কখই পারেন না, যেহেতু ঠাকুর আর কুকুরে বড় তফাত নাই বানানের পূর্ব্বভাগ ভিন্ন আর সমস্ত সমান ঠাকুরকে "ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ" ব'ললেই আসেন আর কুকুর তার বাঙ্গলা অনুবাদ "আয় আয় তুতু" বল'-লেই আসে। আর ঠাকুর পূজা ভোগাদির পর "দারান্ দেহি ধনং দেহি" বল'লেই লোকের মঙ্গল করেন, ও কুকুরকে খেতে দিলেই লোকের মঙ্গল করে। তবে সৌসাদৃশ্য জন্য যদি ঠাকুরকে ঘৃণা করা হয়, তবে আমিও ঘৃণাস্পদ বটি, আর তানা হ'লে যেমন মাসিডনাধীশ্বর আলসেকেন্দর থেরেস দেশীয় চোরের কথা শুনে ব'লেছিলেন, "আমাদের কি সৌসাদৃশ্য এত? আলসেকেন্দর ও চোর! আমি বিবেচনা

ক'রে দেখি" সেই রূপ আমিও বিবেচনা ক'রে দেখি যে, কুকুরে ও আমাতে সৌসাদৃশ্য কত? যাহ'ক এখন জাত ভিক্ষুকদিগের ভিতর বিড়াল আছে কি না দেখা যাক—হাটের বিড়াল অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত কাচকাচা ভিক্ষুকমাত্রেই ঐ দলের এবং তাহাদিগের বিড়ালের সহিত যে সৌসাদৃশ্য তাহা দেখাচ্ছি—সভ্যগণ প্রনিধান ক'রে দেখুন। বিড়ালে মেউ মেউ ক'রে গায়ে ল্যাজ ঠেকায়ে গৃহস্থের আয়ুঃক্ষয় করে আর অধ্যাপক কাচের ভিখারীরা মেউ মেউ ক'রে মন যোগানরূপ লেজ যোগে বড় লোকের অর্থাৎ গৃহস্বামীদের অনিষ্ট করে; বিড়ালে কোমল মৃত্তিকাদি না হইলে মল পরিত্যাগ করে না; আর ভট্টাচার্য্য ভায়ারা কোমল মৃত্তিকা সদৃশ বোকা লোক পেলে পিতৃ উচ্ছন্নাদিরূপ মল পরিত্যাগ ক'রে থাকেন; বিড়ালে যে গৃহস্থের খায় সেই গৃহস্থেরই পরিবার কম হইবার ইচ্ছা করে, আর এঁরা যে গৃহস্থের বাড়ির সিধা নৈবিদ্য খেয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহারই বাড়িতে কিছু দিন শ্রাদ্ধ না ঘ'টলে কদ্দিনে কেউ মরে ও পেটভোরে ফলার ও ঘড়া গাড়ু বিদায় পান এই চিন্তা কর'তে থাকেন, এই জন্য অনেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে শকুনি বলেন—যেখানে শব সেই খানেই চিল শকুনি উড়িতে দেখা যায় বলিয়াই যে রূপ চিল শকুনি উড্ডীয়মান হইলে শবের উপলব্ধি জন্মে সেই রূপ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ন্যায়ানুসারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যেখানে উভ টিকি কোরে যাতায়াত করেন, সেই খানেই শ্রাদ্ধ উপলব্ধি হয়। কেবল এই নয়—শেষ কথাটার কিছুই বলা হয়নি বেড়ালে যেমন খাবার দেখলেই খপ ক'রে মুখ দিতে গিয়ে মার খায়, আবার ফের মুখ দিতে যায়, লজ্জা বা সরমের কোন তোয়াক্কাই রাখে না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভায়ারাও সেই রূপ ফলার ও পত্রের নাম শুন্‌লেই ঊর্দ্ধশ্বাসে গে সেই খানে পড়েন ও দ্বারস্থ দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা গলাধাকা, ল্যাঠির গুঁতো প্রভৃতি যত নিগ্রহ পেতে থাকেন ততই মরিয়া হ'য়ে প্রবেশে যত্ন ক'র্ত্তে থাকেন, লজ্জার জও যুয়ায় না। পাঠকগণ মনে ক'র্ত্তে পারেন যে, এটা অসত্য কিম্বা জাতক্রোধের উক্তি কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। আমি একদিবস কোন ভদ্রলোকের নিকট হাজিরে দিতে গিয়েছিলেম। এবং কথার প্রসঙ্গে আমি তাঁর ইংরাজীচালের নিন্দা করাতে তিনি বল'লেন "তবে কি আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত চ'লবো?" আমি শুনে ব'ললেম "মহাশয় সেটা আর বিচিত্র কি হিন্দুমাত্রেই তো চ'লে থাকে" তাতে তিনি

উত্তর দিলেন "তাইতো হিন্দুদের এত দুর্গতি! যারা নিজে ভিক্ষুক ও অস্ত্রাদির সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না, তাদের আবার মত ল'য়ে কার্য্য ক'রা কি? মস্তকহীনের শিরঃপীড়া ও বন্ধ্যা নারীর প্রসুব-বেদনা যেরূপ সম্ভাবনীয় নহে, ভিক্ষুক মানহীন, অবস্থাহীন জনের পক্ষে অবস্থা সম্পন্ন জনের হিতাহিত জ্ঞান সেই রূপ সম্ভাবনীয়, দেখুন দেখি গরিব হিন্দুরা ব্রাহ্মণের দাসত্বেই যদি ঐহিক ও আন্তরিক বলের সমস্ত অবসন্ন করিল, তবে তাহারা পশু হইতে কি উচ্চ হইবে? অশীতপর বৃদ্ধবয়সে লক্ষ্মণ সেনকে ব্রাহ্মণরা কি বিবেচনায় পলায়নে পরামর্শ দিয়াছিল? যদি অবস্থা সম্পন্নের হিতাহিত জ্ঞান ভিক্ষুকের থাকিত তাহা হইলে কি এরূপ উপদেশ দ্বিত? চিরকালটা রাজভোগে কাটায়ে পরিশেষে প্রাণের দায়ে আঁশ-গাদায় পাঁশগাদায় লুকায়ে অন্ন কষ্টে জীবনধারণ করিতে উপদেশ কে দিতে পারে? ভিক্ষুকের অবস্থা যাহাদিগের কষ্টকর নহে, তাহারাই এরূপ উপদেশ দেয়। কেবল ইহাই নহে, আপনি আমাকে ইংরাজি চাল জন্য দোষ দিচ্ছেন কিন্তু এই সকল চালেরই ব্যবস্থা আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকট হইতে পাইয়াছি।" আমি শুনিয়া অবাক হইলাম এবং বলিলাম সে কি কে দেছেন ও কি কারণে? তিনি বলিলেন "সকলেই দেছেন ও দেন এবং তার কারন টাকা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" সভ্যগণ এই সকল শুনেই আমার মনে একটা ধিক্কার হ'লো এবং আমাতে ও অধ্যাপকেতে তফাত আছে কি না এই দেখতে গিয়েই সকল কথা ধরা প'ড়লো।

(গত প্রকাশিতের পর)

যদি বলেন যে বিলাতি খবর প্রত্যহ কি এখানে আসুচে না, নাকি এখানকার গুলি সেখানে যাচ্চেনা, টেলিগ্র্যাফের দ্বারা ঐ কায প্রত্যহই হচ্চে। তাতে আমি এই কথা বলি, যে টেলিগ্রাফের দ্বারা প্রত্যহই সংবাদ যাচ্চে আসুচে বটে, কিন্তু আপনাদের তো পরের মুখে ঝাল খাওয়া ঘুচ্চেনা? শুদ্ধু টেলিগ্রাফ্ কেন, অনেকেই আজ্ কাল্ সেখানে যাচ্চেন, বিশেষতঃ এখানকার কলেজ্-আউট ছাত্রেরা আপনার আপনার পদ বাড়াবার জন্যে বিলাতিশিক্ষার লোভ পেয়ে অনেকেই সেখানকার কলেজ্-উপলক্ষে কিছুদিনের জন্যে সেখানকার বাসিন্দা 'হ'য়ে পড়েছেন ব'ল্লেও বলা যায়। তাঁদের দ্বারাও তো বিলাতি খবর আসুচেই, হ'লে কি হবে সে সকল তাঁদের নিজের সম্বন্ধে। সেখানকার বিধাতাপুরুষেরা ঐ সকল ছাত্রদের কাকে কিরকম বানাচ্চেন, আর কার কি

রাশ্‌নাম দ্যান্ সে সংবাদগুলি আমি আপনাদের এনে দেব; তা হ'লেই "রাম না হ'তে রামায়ণ" এর মত আপনারা আগেই সমস্ত জান্তে পার্‌বেন, তখন এক একজন এক একটী (ফোরটেলার) হ'য়ে প'ড়্‌বেন। ওড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁমারাটীও প্র্যাক্‌টীশ্ কোর্ত্তে ছাড়্‌বোনা। আমাদ্বারা তর বেতর বিলাতি মিষ্টিরি পেতে পা'রবেন, আর বলেন তো বেশীরভাগ কতকগুলি রকমওয়ারি গোচের স্যাম্পেল্ এনেও দেখাতে পা'র্‌বো। তবে এর মধ্যে আমার একটী ভাবনা এই যে বিলাতিজিনিষেই যদি আপনাদের মনকে পরিপূর্ণ কোরেফেলি, তাহ'লে আর কিছুতো মনের মধ্যে রাখ্‌বার জায়গা কুলবেনা; কারণ অন্য অন্য দেশেরও কিছু কি আমার অগোচর থাক্‌বে? তারপর আমি একবার আকাশমণ্ডল দেখে বেড়াব, সেখানে যে কটী গ্রহ আছে তাঁদের সঙ্গে ভালকোরে আলাপ করাই আমার প্রথম উদ্দেশ্য, তা হ'লে পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যাঁর কখন কোন গ্রহবৈগুণ্য উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ যাঁর প্রতি শনি, রাহু ইত্যাদির কুদৃষ্টি প'ড়্‌বে, আমার রেকমেণ্ডেশনে সব গ্রহ ছেড়ে যেতে পা'র্‌বে। তাই বলি যে, মানুষে তো সচরাচরই বোলে থাকে যে "চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই" তা আমার নিজের চেষ্টা তো যথেষ্টই আছে আপনারাও দশজনে মনোযোগ ক'রে আমার ডানা দুখানি কিম্বা সহজে উড়েযাবার উপায়টী কোরেদিন্ বড় কাযে লাগ্‌বে। দেখুন মধ্যে২ আপনাদের নিকটেও আমার উপস্থিত হবার কত বিলম্ব হচ্চে, তার কারণ আর কিছুই নয়; আমি যা কিছু নিয়ে আপনাদের দিই তাতে আপনারা সন্তুষ্ট হন কি না বোলতে পারিনা। উড়্‌তেপা'ল্লে কত রকম রকম আড়ংছাঁটা-চিজ্ নিয়ে ঠিক সময়ে বেওজর হাজির হ'তে পার্‌বো। আমি একবার আদা জল খেয়ে'ও অনাবিষ্কৃত দুর্গম পথগুলি (অদ্যাপি কেউই যেখানে যেতে পারেনি) দেখে আসি, আর হদ্দমুদ্দ চেষ্টাকোরে ইহকালের তো কথাই নাই; আপনাদের পরকালের রাস্তাটাও দরাজ কর্‌বার যোগাড় দেখি। কৈলাসে হরপার্ব্বতির সহিত সাক্ষাত, তাঁদের নিকট সংবাদ দেওয়া নেওয়া, সেটীও সহজে হ'য়ে উঠ্‌বে। আর শিবের সম্পত্তির মধ্যে বোধ হয় আপনাদের কারও কিছু দরকার হবে না হ'লেও দিতে পার্‌বো। আপনারা দিন কতক পরেই দেখ্‌তে পাবেন যে, যমের যমত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ও বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব ইত্যাদি সমস্তই একচেটে কোরে ফেল্‌বো; এর মধ্যে আপনারা যা কিছু অভিলাষ কোর্‌বেন তাই পেতে পার্‌বেন। আপনারা একটুকু সোবুর কোর্‌বেন,

আমি চেষ্টাকোর্ত্তে কোসুর কোর্‌বনা, মেওয়া ফলাতে না পারি, আমড় চাল্‌তা ফ'লবেই ফ'লবে।

খ্রীষ্ট্‌ম্যাস্‌ ডে।

এত দিন আমরা বাঙ্গালী পরবের রগড়গুলোই লিখেছিলেম, এখন ইংরাজী পরবের পালা প'ড়লো, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলি—খ্রীষ্ট্‌ম্যাস্‌ ডে সম্মুখে দেখে সহরের অধিকাংশ লোক আহ্লাদে আটখানা হ'তে লাগ্‌লো—দুর্গোৎসবটা যে রূপ সাধারণ পরব হ'য়ে উঠেছে, এও সেইরূপ। হিন্দু, মুসলমান, সাহেব, ফিরিঙ্গী, সকলেরই পক্ষে এটী বড় দিন—কত বড় বড় হিন্দুকুলোদ্ভব মুৎসুদ্দিবাবুরা বাদাম, পেস্তা, কমলালেবু, সেরি, শ্যাম্পেন, ভেটকী, হাঁস দে সাহেব বাড়ি সওগাদ পাঠাবার আয়োজনে ব্যস্ত। মুসলমান বাবুরজী, দপ্তরী, চোপদারেরা ফিট ফাট হ'য়ে সাহেব বাড়ি সেলাম বাজাতে অগ্রসর। সাহেবদের তো কথাই নাই, জামাস জামাস ক'রেই অজ্ঞান; নাচ, খানা, ইয়ারকী দে পাগলা হাতির মত বেড়াচ্চেন। দোয়াসলা রাঙ্গামুখ ফিরিঙ্গীরা পাছে দেশী ব'লে ধরা পড়েন, এই জন্য আহেলা বেলাত গোরাদের বজনিস নকল ক'চ্চেন, আর কালামুখো পেঁদরুস সকলের আনন্দের সীমা নাই, "মোদের কিচমিচ মোদের কিচমিচ" ব'লে মুটে মজুরদের কাছে সাহেবী দেখাচ্চে, আর শুঁট্‌কী মাছ, পচা কমলালেবু সংগ্রহে ব্যস্ত; গৌরচন্দ্রিকা তো এই রূপ, এখন আমোদের যৎকিঞ্চিৎ বলি, গোড়াই ছুটী। ছুটীর নাম হইলে কি স্বদেশী কি বিদেশী চাকুরে মাত্রেরই মনে আনন্দ হয়, বিশেষতঃ পল্লিগ্রামবাসী যাঁহারা কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিয়া চাকরি করেন তাঁহারাই ছুটীর প্রকৃত আমোদ বাটিতে গিয়া ভোগ করেন, কিন্তু যাঁহাদের সামান্য চাকরি এবং বাটী যাইবার রাস্তা সুবিধা গোচের নয় অর্থাৎ গাড়ি পাল্‌কী পাওয়া যায় না, তাঁহাদের এ ৪ দিনের ছুটী ছুটছুটি মাত্র আর কতকগুলি চাকরে যদিও বিদেশী, কিন্তু আপন আপন পরিবার আনিয়া এখানে বাসস্থল নির্ম্মাণ করত একপ্রকার সহুরে হইয়া পড়িয়াছেন সুতরাং ছুটীর দিনে স্বদেশে যাইবার উল্লাস তাঁহাদের তত নাই। পল্লিগ্রাম-নিবাসী চাকুরেগণ ছুটীর সময় বাটীতে গিয়া আপন আপন পরিবারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আমোদ আহ্লাদ করিতে পাইলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। আমাদের সহরের বাবুদের অন্যতর; ইহাঁরা ছুটীর দিন হইলে অধিকাংশেই রকমওয়ারি

দেখি পুষ্যাঙ্কুশ
উদর।

আমোদ চান এবং তন্নিমিত্ত প্রায়ই বাটীতে থাকিতে ভাল বাসেন না। যাঁহাদিগের বাগান আছে, তাঁহারা ছুটীর চারি দিন বাগানে নাচ, তামাসা ও ফিষ্ট্ ইত্যাদিতে আমোদের চূড়ান্ত করিয়া লইলেন, এঁদের কিচমিচটাই প্রকৃত প্রস্তাবে হয়; নাচ, খানা, দেদার চলে, গেঁদা ফুলে বাগানবাটী সজ্জিত আর ব্রাণ্ডি, সেরি, স্যাম্পিনের বোতলের ঠনঠনানি ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, এঁদের মধুপানান্তে ইয়ারকির গর্‌রা দেখে কিচমিচ নামের সার্থকতা বুঝা যায়।

আর যাহাদিগের তাহা নাই, অথচ আমোদ চাই তাঁহারাও সাধ্যানুসারে দশ টাকা ব্যয় করিয়া বাগান গোচের কতকটা রাস্তার ইতস্ততঃ বা অন্ততঃ রাস্তায় রাস্তায় ভোগ করিয়া লইলেন। কদিন শুণ্ডিকালয় ও বেশ্যালয় গুল্‌জার। কলিকাতার বড় বড় হোটেল গুলির বাহার দেখে কে!!! আহা! আমরা সাহেবী মেজাজের বাঙ্গালী বাবুদের হ্যাড়া-খোর ব'লে নিন্দা করি, কিন্তু কিচমিচের দিন গ্রেট ইষ্টর্‌ন্ হোটেলের সজ্জা গর্জ্জা দেখে বোধ হয় যে আমাদের সে নিন্দাটা করা উচিত হয় না। বোধ করি মনু, অত্রি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তাদের সময় গ্রেট ইষ্টর্‌ন্ হোটেল থাকলে তাঁরাও খানা না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌তেন না, তা সামান্য লোক কোথা থাকে! পাঠকগণ! ব'লবো কি বড় বড় বাবুদের জুড়িগুনো-পর্য্যন্ত গ্রেট ইষ্টর্‌ণের সজ্জা দেখে আর চ'লতে পারে না, দরজার সামনে দাড়ায়ে নাল ফেল্‌তে থাকে হোটেল সকল দেশীয়, বিলাতি ও দেশীবিলাতি তিনরকম সভ্যে পরিপূর্ণ। কি কলিকাতাবাসী কি পল্লিগ্রামবাসী এখনকার যে সমস্ত বাবু ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিলাতী ছুটী পাইয়া মনের সুখে রকমারি বিলাতী খাদ্যের টেষ্ট করিয়া লইলেন। বিশেষতঃ যাঁরা ইংরাজী প'ড়েছেন, অথচ কিছু ফল হয় নাই, কেবল (গোলাপি পেঁড়ায় মিছরির বুকনির মত) ইংরাজীর ছিটেমাত্র পাইয়াছেন, তাঁরা এবিষয়ে বড় অনুরাগী, কেন না হোটেলে খানা না খেলেই লোকে মূর্খ ব'লে ঠাওরাতে পারে, সুতরাং তাঁরা সাহেবের চেয়েও দশগুণ বাড়া গোরামি চাল ক'রে "আসল হইতে নকল খাস্ত" বাক্যটার গৌরব বজায় রাখেন। গ্রেটন্যাশন্যাল ও বেঙ্গলথিয়েটার এই অবকাশে কতকগুলি টাকার টিকিট বিক্রয় করিতে ভুলিলেন না। কতকগুলি বিদেশী বাবু যাঁহাদের চাকরির ছুটী নাই তাঁহারা ব্যতিত প্রায় সকলেই কিছু না কিছু আমোদ অন্ততঃ

বিশ্রাম লাভও করিয়াছেন, এমন কি আমার আমোদও কমনয় আমি সাধারণের আমোদের রীতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশা করিতেছি যে সময়ে সময়ে আরও কত দেখিব ও সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে ভুলিব না।

সমালোচনা।

হিন্দু মিউজিক নাম্নি একখানি গ্রন্থ আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কারণ আমাদের কপালে সমালোচনার্থে পুস্তক প্রায় ঘটে না,লোকে ভাবেন যে আমরা সমালোচনা করি না। হাঁস্তেং কি চোক্ষে আঙ্গুল দেওয়া যায় না? কি ভ্রম অন্ধের নির্ঘাত কেটো লাঠি কি আমাদের এই লাফিংগেস মাখান লাঠির চেয়ে ভাল? কখন কখন লাফিংগেস অভাবে আমরা গুড় মাখিয়ে মেরে থাকি, এতে যদি না হয় তাহা হইলে আমরা নাচার।

"মহত জন ভরসা মহত যে জন।"

আমাদিগকে যিনি উপযুক্ত ভাবিয়া তাঁহার পুস্তক সমালোচনা করিতে পাঠায়েছেন তাঁহার প্রচলিত গ্রন্থ যে অতি উৎকৃষ্ট তাহার আর দ্বিকথা নাই।

আমাদিগের পালজী নমঃ বিষ্ণু; এক্ষণে তিনি আর আমাদের পালজী নাই। তিনি ছোট কর্ত্তার অনারেবেল পালজী মহাশয়; গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মাহায় হিন্দু পেট্রয়টে বাগ্‌বিতণ্ডা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্লার্ক সাহেব হিন্দু সংগীতের বিষয়ে যাহা চাপন দিয়াছিলেন তাহার উত্তর দিচ্ছেন। ক্লার্ক সাহেব তাহার পাল্‌টী উত্তর কলিকাতা রিভিউতে দেন। এই প্রকার কবির লড়ায়ের মত অনেক চাপান উত্তর পাল্‌টী উত্তরের পর এক প্রকার শেষ হইলে এই পুস্তকখানিতে তাহার মীমাংশা করা হইয়াছে।

কোন এক জমিদার তাহার পারিষদ সমভিব্যাহারে হাবড়ায় উপস্থিত হইয়া নিম্নতলার দাহঘাটের ধূমস্তম্ভ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে এই কি কাশিপুরের চিনির কলের চিমনি?" পারিষদ উত্তর করিলেন "আজ্ঞা ঠিক বলিয়াছেন ঐ তাই বটে।" বাবু পার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া দেখেন যে ওটী শবদাহ চিমনি; কহিলেন "ওহে এযে শবদাহ চিমনি?" পারিষদ উত্তর করিল" আজ্ঞা ঠিক বলিয়াছেন এই তাই বটে।" জমিদার হাসিলেন।

ক্লার্ক সাহেব বড় লোক, রাজার জাতি, তাহাকে এমত একাগ্নি বাণমারা ভাল হয় নাই, কুরুকুল চেপে পড়িলে সর্ব্বনাশ। "আজ্ঞা ঠিক বোলেছেন, তাই বটে" মরেনাই।

অদ্যাবধি মুসলমানেরা বলে যে ধ্রুপদতো তাহাদের ঘরাণা, হিন্দুরা কি জানে। "না বিইয়ে কানায়ের মা।"

কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন "এই সংস্কৃত কালেজ এই স্থলে পুনর্ব্বার স্থাপিত হইলেন" আমরা হেসে গড়াগড়ি দেওয়াতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

কয়েক জন পণ্ডিত যাঁহারা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আহা আহা করিয়া গলিয়া পড়িলেন তাঁহাদের পদবৃদ্ধি হইল। সুতরাং "কলহে নঃ প্রয়োজনঃ।"

সংগীত দুই প্রকার স্বরাত্মক ও বর্ণাত্মক, স্বরাত্মকের নিকট শ্রবণ করিবে বর্ণাত্মকের নিকট শিক্ষা করিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা স্বরাত্মকে ও বর্ণাত্মকে কোন ভেদ করিনা যাঁহার কণ্ঠে মিষ্টতা নাই তিনি কি কখন স্বরাত্মক গাহক হইতে পারেন? কতকগুলিন স্বর বদনে করিয়া বদন শব্দ করা, নিদ্রিত শিশুর আতঙ্কে নিদ্রাভঙ্গ করা, আমাদের মত মূঢ় জনের কর্ণ বধির করা, আর কুরুকুল মারাদের মন উচাটন করাতে যদি গাহক হয়, তবে ক্লার্ক সাহেব যে মাজীর গান ভাল বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই;

যে সময়ে দক্ষিণবাসী—কে মেডেল দেওয়া হয় তখন উডরো সাহেব কুক্ষণে কেদারা লন। সংগীত আরম্ভ হইল, উড্‌রো সাহেব কোড়িগণিতে লাগিল, আমরাও কেহ২ এসেছেন দেখিতে লাগিলাম।

উড্‌রো সাহেব কতক্ষণ কোড়ি গণিবেন, কোড়ি শেষ হইয়া গেল, ও ইদিক দেখ্‌লেন ওদিক দেখলেন শেষে দড়ি টানিতে আরম্ভ করিলেন, আমরা সাপুড়ের তুবড়ীর গানের মহিমায় সর্পের ভয়ে পা তুলে বসিলাম, বৃষ্টি এল, সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠিল থাবা থাবা দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিলেন, আমরা তাই দেখিতে লাগিলাম, ভাগ্যবশতঃ ঢেঁকির কচকচি লাগিল, সাহেবের যে কয়েকটী চুল ছিল বেঁচে গেল, আমরাও অব্যাহতি পাইলাম। তজ্জন্য এবার মেডেল দিবার কালীন আর বাঙ্গালীদের নিমন্ত্রণ হয় নাই কিবল সাহেব লোকদের আহ্বান হইয়াছিল। ভাল করা হইয়াছিল "যা শত্রু পরে পরে।"

ক্লার্ক সাহেব বলেন যে শ্রুতি বুঝিতে পারেন নাই কেমন করিয়া পারিবেন, সাত মুনির সাত মত, কেহ কেহ বলেন শ্রুতির ব্যবধান সমান চারিআনা করিয়া, কেহ কেহ বলেন তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে মিল (harmony) থাকেনা; শ্রবণ কটু হয়। ঘরের ঝগড়া অগ্রে মিটাইয়া বাহিরে ঝগড়া করা কর্ত্তব্য। ঘরের শত্রু বড় শত্রু।

ক্লার্ক সাহেব বলেন যে কলিকাতায়

কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার ধন ও জন বলে এই ভ্রমমূলক সংগীতধারা প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। ক্লার্ক সাহেবের মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শ করিবার আবশ্যক কি? শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলিলে হানি কি? কিন্তু একথা আমরা বিশ্বাস করি না। রোমান কেথালিকদিগের প্রতাপে গেলিলিওর "পৃথিবী ঘুরিতেছে" মত কি পূজ্য হইল না? বঙ্গ-দর্শনের বিকট টাননে কালীদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহিরূহ উৎপাটিত হইয়া কি "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" হইত না? ভেরেণ্ডা গাছের কি গুণ নাই, কেষ্টরাইল হয়, তাই বলিয়া অন্য মহিরূহ নষ্টের আবশ্যক কি? সমস্ত বাহবা কি একচেটে না করিতে পারিলে আশ মেটে না?

"অসাধ্য আশা যার তাহারি দুর্দ্দশা।"

সংগীত গুণিগণ গণনারম্ভে যাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে খড়িপাত হইবেক, তাঁহার এমত চেষ্টার আবশ্যক কি! তিনি যে পুত্র প্রসব করিয়াছেন তাহা ভালয় ভালয় আঁতুড় পার হোলে বাঁচি, যে বিমাতারা ঝুঁকিয়াছেন সলিমান নিকট বিচারাকাঙ্ক্ষী মাতাদ্বয়ের মত ছেলেটী দ্বিখান না করিয়া ফেলেন। "কলহে নঃ প্রয়োজনঃ।" মিলে মিশে কাযের মার নাই। বিজ্ঞকে এককথা মূর্খকে কিছুই বলিতে চাহি না, হিতোপদেশে বাঁদরের পক্ষীর বাঁশা ভাঙ্গার কথাটী আমাদের আজ্ ও মনে আছে।

হুজুকের হদ্দ খপর।

আজকাল সহরে একটা বড় নূতন হুজুক উঠেছে, পূর্ব্বে তালতলার চটিই প্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে দেখ্‌ছি "প্লাঞ্চটী" তাহার খ্যাতিটাকে ফলারের মত লুটে নিলে! যেখানে যাই সেই খানেই "প্লাঞ্চটি"—কি বুড়ো, কি যুবো কি বালক সকলেই প্লাঞ্চটিতে খেপেছে অধিক কি সহর "প্লাঞ্চটির" কথার আন্দোলনে নিদাঘ সমীরে সাগর সলিল সদৃশ তরঙ্গায়িত। যাহাহোক আমি তো আর স্থির হ'য়ে রইতে পারলেম না, ভাবলেম যা থাকে কপালে "প্লাঞ্চটি" যে কি দিল্লির লাড্ডু সেটা একবার দেখ্‌তে হবে। এইরূপ ভেবে চিন্তে স্থির ক'রলেম যে নিদেন ব্রাহ্মণীর গহনা বাঁধা দিয়েও ঐ চটিটা একবার প'রবো কিন্তু এমন সময় স্মরণ হলো যে শুনেই "প্লাঞ্চটি" প'রতে উদ্ধত না হ'য়ে একবার কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, সেটা কি; আর কোন ডাক্তারের কাছে জানা কর্ত্তব্য যে উহা ব্যবহারে দোষ আছে কি না। এই মনে ক'রে আগে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয় ঠাউরে আমাদের দে মহাশয়ের কাছে গেলেম কেননা তিনি জন-

সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ক'রেছেন, রসায়নাদি শাস্ত্রে তাঁর তুল্য লোক বাঙ্গালীর ভিতর আর পাওয়া যায় না, রসায়নের নামের সঙ্গে তাঁর নাম রাধার সহিত শ্যাম নামের মত গাঁথা হ'য়ে গেছে। যাহউক এখন সভ্যগণ শ্রবণ করুণ দে মহাশয়ের কাছে আমার কি ফল হ'লো, আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি ব'ল্লেন "গবর্ণর আসবেন ? লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আসবেন ?" আমি ব'ল্লেম "মহাশয় আগে শুনুন ব্যাপার টা কি ?" তাহাতে দে মহাশয় ব'ল্লেন "ঠাকুর তবে আমার ফুরসোদ হবে না" কিন্তু আমি নাছোড়বন্দা ছিনে যোঁকের মত ধরে ব'সলেম। পরিশেষে অনেক টানাটানির পর দে মহাশয় ব'ল্লেন "প্লাঞ্চটিতে" রসায়ন নাই সুতরাং আমি তাহার কিছুই জানি না, আর জানিতেও ইচ্ছা করি না, যেহেতু আমার সময় নিয়োগের উপযুক্ত কর্ম্ম আছে অতএব নিষ্কর্ম্মা ছোট দে মহাশয়কে ধরুন গে তিনি সব বলিবেন, যেহেতু তাঁহার অনেক অবকাশ সময় আছে ?" একথাগুলো আমার বড় অসঙ্গত ও অন্যায় বোধ হলো না, যেহেতু এরূপ বরাত দেওয়া পূর্ব্বকালাবধি চলিত আছে। জৈমিনী, মার্কণ্ডেয়কে কোন প্রশ্ন করাতে তিনি তাহাকে পক্ষিরূপী দ্বিজদিগের নিকট পাঠায়েছিলেন। যাহ'ক, আমি তাড়াতাড়ি গে ছোট দে মহাশয়ের বাড়ি হাজির হলেম, এবং দেখলেম যে দোতলার হলের টেবিলে কতকগুলি লোকে ব'সেছেন ও একখানি চাকা দেওয়া হরতনের টেক্কার আকৃতির কাষ্ঠ ফলকে দুইজন হাত দিয়া আছেন ও ঐ ফলক কুমারের চাকের মত ঘরঘরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি দেখিয়া চক্ষুস্থির হয়ে দে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা ক'রলেম "মহাশয় এখানে কি হ'চ্চে। দে মহাশয় ব'ল্লেন "প্লাঞ্চটি" চালনা হ'চ্চে।" তৎশ্রবণে আমি জিজ্ঞাসা ক'র্লেম "প্লাঞ্চটিতে" কি হয়? দে মহাশয় ব'ললেন "যে প্রশ্ন জিজ্ঞাস' কর তাহারই উত্তর দেয় ও যে আত্মা উত্তর দেয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে কে তাহা বলে।" এই কথা শুনেই আমি বল্লেম "তবে মহাশয় আমার জান্‌বার কি হবে"? দে মহাশয় জুনিয়ার, ব'ল্লেন "তার ভাবনা কি মহাশয়, বসুননা ঐ প্লাঞ্চটীতে হাত দে বসুন না—রামবাবু আপনি এর রঙ্গে বসুনতো" এই ব'লে আমার দুই হাত ধ'রে প্লাঞ্চটীর উপর দিলেন ও রামবাবুও ব'সলেন। এই রূপে কিছুক্ষণ ব'সে র'ইলেম চটি নড়েওনা চড়েওনা যেন পাথর হ'য়ে ব'সলো, খানিক পরে দে মহাশয় ব'ল্লেন "ঠাকুর চেপেধরোনিতো" আমি ব'ল্লেম "না চেপেধ'রবো কেন তা হলে চটি চলবে

কেন ?” দে মহাশয় তখন বল্লেন “তবে একবার খানিক ছেড়ে দে পুনর্ব্বার বস্থন তা হ'লে চলবে” আমরা তাই ক'র্‌লেম কিন্তু চটির আর নড়ন হয়না সন্দেহ হলো বা শেকড় গেড়েছে। পরিশেষে সকলেই বল্লেন “তোমার হাতে চ'লবে না, তোমার টেম্পরেমেণ্ট লাইট নহে” আমি অবাক কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম“আপনারা কি ব'লছেন বাঙ্গলা ক'রে ব'লুন” তখন সকলে বলিলেন “তোমার প্রকৃতি গম্ভির ; চটি সরস-প্রকৃতি ব্যক্তির হাতেই চলে” আমার এই কথাতে হরিভক্তি উড়ে গেল এবং মনোমধ্যে একটা মহা চিন্তা উপস্থিত হ'লো। আমি ভাবলেম কি সর্ব্বনাশ এযে মূলে ঘা দেয়, আমার ব্যবসা লোক হাসান এই জন্য নেড়ামাথায় ইয়ারকি ধরণের পাগ বেঁধেছি, গাচপাঁচছয় শিখায় যা চুল আছে তাহাকেও পাছে লোকে অসভ্য বার্‌বারস বলে ব'লে, বুরুসদে নিত্য আঁচড়াই ও ডগাগুলি পেঞ্চট্‌ করি, কি শীত কি গর্ম্মি বারমাস ফিন্‌ফিনে সিমলের কালাপেড়ে ভিন্ন পরিনা, গোলাপ্পিপানের খিলিতে বেশীক'রে চুণ দে খেয়ে ওষ্ঠদুটী টক্‌টকে করি, তাতে চুণে গাল হাজবার ভয় করিনা, শান্তিপুরে কুঞ্জদার উড়ানিকে চুনোট ক'রে পাগবেঁধে দুই ধারে পদ্মফুলের মত ছ'রকেদি, কানে একটু সোহাগের ক্বায়া না দে বেরুইনি, রাত দিন মুখে নিধু টপ্‌পা ও রামবসুর বিরহের নাগাড় রাখি, হাসি ভিন্ন কথা কইনা, এতেও যদি সরসপ্রকৃতি না হবে তো হোলো কি ? আর এত সভ্যভব্য লোকের মনে যখন আমি হাস্যরসের উদ্দীপনা ক'র্‌ছি তখন সরসপ্রকৃতি নয় ব'ল্লে আমি শুনব'কেন, অতএব যা থাকে কপালে এ বিষয়ে দে মহাশয়ের সঙ্গে তর্ক ক'রতে হ'চ্চে। এই ভেবেই বিতণ্ডা করবার উদ্যোগ কল্লেম, কিন্তু এমন সময় মনে উদয় হ'ল যদি বাসন্তিকার কাণে উঠে যে ভদ্রসমাজে আমাকে অরসিক বলেছে তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ ; লোকে দ্বিতীয় পক্ষের সংসারকেই এঁটে রাখ্‌তে পারে না, তাতে আমার তৃতীয় পক্ষের বাসন্তিকা একথা শুন্‌লে কি হবে। সভার মাঝে আমাকে সকলে অরসপ্রকৃতি অপকলঙ্ক রটালে বাসন্তিকা যে একেবারে দূর দূর ক'রে খেদায়ে দেবেন, তা দিতেই তো পারেন পাড়ার নচ্‌কো ছুঁড়ি ফুঁড়িগুলো অমনিতেই “বুড়োবরের মাগ” ব'লে দেক করে তাতে আবার এ কথা শুন্‌লে তারা কি বাসন্তিকাকে স্থির হ'তে দেবে? বাসন্তিকা জ্বালাতন হ'য়ে কাযেই আমাকে লাঞ্ছনা ক'রবেন। বাসন্তিকার আমার এদিগে সব ভাল, কিন্তু ছুঁড়িগুলোর কথা যে কেন শোনেন তা

বুঝ্‌তে পারি না, আমি এতবার এত ক'রে বুঝাই, যে আমি তাঁকে এত ভাল বাসি আর এত যত্ন করি ব'লেই ছুঁড়িগুলো বুক চড়চড়ানিতে অমন ক'রে মরে, তা তিনি কোন মতেই বুঝ্‌তে পারেন না,—যাহ'ক এবিষয়ে বিতণ্ডা ক'রে আর আন্দোলন করা হবে না, আমি তো মনে মনে বুঝ্‌ছি যে এঁদের "প্লাঞ্চেট" কত দূর ঠিক হিসাব রাখে—যাহ'ক এঁদের রঙ্গটাও দেখতে হবে এই ভেবে দে মহাশয়কে ব'ল্লেম "মহাশয়! তবে উপায়, আমার প্রশ্নের চারা কি হবে?" তিনি ব'ল্লেন "তার ভাবনা কি, রামবাবু আর কালিবাবু বসুন আর আপনি প্রশ্ন করুন।" তাই করা হলো, কি আশ্চর্য্য! রাম বাবু আর কালি বাবু চটিতে হাত দেছেন অম্‌নি বেন কুমোরের চাক ঘুর্‌তে লাগলো, বেগ থামে না দে মহাশয় ব'ল্‌লেন "প্রশ্ন করুন প্রশ্ন করুন, স্পিরিট এসেছে" আমি ভাবলেম আগে কার আত্মা এসেছে জানি তবে তাহার উপযুক্ত প্রশ্ন ক'র্‌বো, এই ঠাউরে প্রশ্ন যা ক'ল্লেম ও যা উত্তর পেলেম, যথাক্রমে পর সংখ্যায় ব'লবো আজ আর একটী বড় গুরুতর কথা আছে যাহা না ব'ললে আমার আর সভ্যসমাজে দেখা দেওয়া দায় হবে।

(ক্রমশঃ)

সভ্যগণ আজ আপনাদের কাছে একটা গুরুতর কথা ক'ইতে হলো কিন্তু এটা মনে ক'র্‌বেন না যে সহজতঃ এ কথাগুলো আমরা বল্‌তে বাধ্য হ'য়েছি। আর কেবল যে আমাদেরই স্বার্থের জন্যই এ কথা বলা হচ্চে তাও নয়—বেওয়ারিস বাঙ্গলাভাষা ও নিঃসহায় বাঙ্গলা লেখক সাধারণের জন্যই আমরা ব'লতেছি তবে আমাদেরও যে স্বার্থনাই এ কথাও ব'লতে পারিনা যেহেতু ঘরের খেয়ে বনের মোষতাড়ান আমার পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়। সাধারণের অপেক্ষা আমার দেহ বড়, খাটুনি নানা রকমের, ও লম্বোদর বলেই অল্পক্ষণ আহার না পেলেই উদরের জ্বালায় শরীর বিকল হবার সম্ভাবনা, কাজেই ব'লতে হ'লো—আমরা আজ বারমাসের হাজ্‌রে মাঙ্গ ক'রলেম এবং যদিও সময়ে সময়ে হাজ্‌রের বিষয়ে কিছু বেনিয়ম ঘ'টেছিল তথাপি বারমাসের বারহাজ্‌রে সায় হলো—হাজ্‌রের গোলযোগ এরূপে হওয়ার পক্ষে সকল দোষই আমাদের নয় যেহেতু আমাদের নানা রকমের লোকনিয়ে কাজ, এক জনের গলৎ হ'লেই সকলকে দোষী হ'তে হয়, তা যাই হ'ক আমরা বার সংখ্যার আগাম টাকা কতকের কাছ থেকে লয়েছিলেম এবং তাঁদের বার সংখ্যা দিয়াছি পাইট। পোনটা জেয়াদা চাহিনা, এক্ষণে মিনতিরসহিত সভ্য-

গণকে বলিতেছি যে যাঁরা এপর্য্যন্ত টাকা দেন নাই তাঁরা কি ক'রুছেন-তাঁরা বিচার ক'রে দেখুন যে ইংরাজেরা আমার ভায়রাভায়ের ভাঁড়ামো দেখবার জন্য কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত আগাম দিচ্চেন আর আমি আপনাদের কাছে বারমাস নেচে কুঁদেও কি তিনটাকা পাবার যোগ্য নই? আপনারা বারমাস তামাশা দেখছেন অথচ তিন টাকার ঊর্দ্ধ দিতে হ'চ্চেনা তবু হাতভারি হন কেন ? পাণ্টোমাইন বা প্রহসন দেখবার বেলা দুইচার টাকা রোজপিছু ছাড়তে কাতর হননা, আর আহারান্তে রামজামা পোরে হোঁসকোঁস কর্ত্তেকর্ত্তে গাড়ি ঘোড়ার সোয়ারী দিয়ে সইস কোচমানের মনে মনে গালাগালি খেয়ে, রাতজেগেও সন্তুষ্ট হন, আর ঘরে ব'সে আল্‌বোলা টান্‌তে টান্‌তে আমার হরেকতর রঙ্গরস দেখে মাসে চারগণ্ডা পয়সা দিতে এত বিলম্ব করেন কেন ? আমরা জানি যে আপনারা ভদ্রলোক গরিব ব্রাহ্মণের তিন টাকা মারবেননা, কিন্তু পেটতো বোঝে না, এ পেটেতে আর বঙ্গোপসাগরেতে সৌসাদৃশ্য কত আছে তাহা সভ্যগণেরা সকলে দেখে বুঝ্‌তে পারেন, রোজ দু তিন টাকা না হ'লে হাঁড়ি চড়েনা, এরূপ স্থলে আপনারা টাকা দিতে বিলম্ব ক'র্‌লে আমার কি দুর্দ্দশা বাসন্তিকা করেন তাহা সকলেই কতক বুঝ্‌তে পারেন আর যাঁরা পক্ষান্তরের সংসারগ্রাহী তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বুঝেন, আমার অবস্থা বড় সহজ নয়, লোকের তেজপক্ষের স্ত্রীকে গহনা দিতে যদি কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব হয় তবেই সর্ব্বনাশ ঘটে উঠে। কটুবাক্য, চোখঘুরুনি, মুখঝামটানি, পাচালুনি ও শতমুখির ঝাড়ানীর তাড়া প'ড়ে যায়, তাতে আমার গহনা দেওয়ার স্থলে বাজারখরচ দিতে বিলম্ব হ'লে যা হ'য়ে থাকে সভ্যগণই বিচার করুন, আমি আর ব্যক্ত ক'রে কি ব'লবো, যাহা হউক এসকল স'য়েও আমি এত দিন চুপ ক'রে ছিলেম, কিন্তু বঙ্গীয় সম্পাদকগণের ও লেখকদিগের গোলোযোগ শুনে মনে বড় ভয় হ'য়েছে আর চুপক'রে থাক্‌তে পাচ্চিনা, তাঁরা বলেন "বঙ্গীয় পাঠক নাই ও যাঁহারা পাঠক, তাঁহাদিগের মধ্যে অল্পমাত্রই যথার্থ পাঠক ও অধিকাংশই বেগোচের ; সম্বাদপত্রাদির প্রকাশারম্ভ হইলেই রথ দোল দেখবার যাত্রীর মত গ্রাহক সকল এসে হুমড়ে পড়েন আর হরিরলুটের বাতাসার মত হাঁচড়া কামড়া ক'রে সেই প্রকাশিত পত্রাদি লন; তখন একদিন কিছু মাত্র অনিয়ম দেখলেই তাঁরা ধমকের উপর ধমক চিঠীর উপর চিঠী লিখতে থাকেন, বাহাদুরী, সভ্যতা, ইংরাজী মেজাজের ছটাই বা কত! পত্রপ্রকাশকেরা ভয়ে তটস্থ হ'য়ে পড়েন আর মনে মনে

ভাবেন যে আজকাল বঙ্গীয় পাঠকগণের ইংরাজী মেজাজ হ'চ্চে, অনিয়ম দেখতে পারেন না। কিন্তু কিছুদিন গেলেই যখন বিল বেরোয় তখন বিলসাদা সরকার বেচারাদের হেঁটে হেঁটে পায়ের বাঁদন ছিঁড়ে যায়, টাকা দেবার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকেনা ও আজ দেবেন কাল দেবেন এইরূপ আশাতে সম্পাদকগণ পত্রাদি চালায়ে পরিশেষে দেখেন যে তাঁর হাজার গ্রাহকের "হ"ও নাই কেবল কতকগুলি দেনা আছে। হায় হায় তখন ইংরাজী মেজাজই বা কোথা থাকে আর কাগজ হাতে ক'রে উল্টে পড়াই বা কোথা থাকে!" আমারও সেইরূপ হবার দশা হ'য়েছে আমি যখন সভ্যসমাজে বা'র হই তখন মনে ক'রেছিলেম যে অল্প চাইলে সভ্যগণ অনায়াসে আমাকে প্রতিপালন ক'র্ত্তে পারেন, কেননা আমার ন্যায় রঙ্গ রস ক'রে তুষ্ট ক'র্‌তে হ'লে কেহ ৩ৎ টাকাতে পারেনা সুতরাং পাঠকগণ আমার অল্পাকাঙ্ক্ষাতে সন্তুষ্ট হবেন ও নূতন জিনিষ ব'লে আদর ক'র্‌বেন এবং যাহাতে আমি চিরকাল তাঁদের কাছে থাক্‌তে পারি তার ব্যবস্থা ক'র্‌বেন, কিন্তু এখন দেখছি আমার সে আশা সকল দুরাশা মাত্র, অগ্রিম তিন টাকা বেতন যদি সারা বৎসরেও আদায় না হ'লো তবে আর অগ্রিম ব'লবো কি ক'রে? আর অগ্রিম না হইলে মাসিক দর কি ক'রেই বা আদায় হয়, তিন টাকাই দিতে যাঁরা চাননা তাঁরা ছয় টাকা যত দিবেন তা বোঝাই যাচ্ছে; যাহা হউক আমি একবার সভ্যগণকে মিনতি ক'রে ব'লে দেখি কি হয়। হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা আমার বেতন দে চুকেছেন তাঁহারা আমার কথায় রাগ ক'র্‌বেননা যেহেতু আমি তাঁহাদের কিছুই বলিনাই তবে যাঁহাদিগকে বলিয়াছি তাঁহাদিগকে বলার জন্য আপনারা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না, কেননা আপনাদিগের অন্নে প্রতিপালিত ব্যক্তিকে অনর্থক পরের দ্বারে বেড়াইতে কি আপনারা বলেন? যাঁহারা এপর্য্যন্ত টাকা দেন নাই তাঁহাদিগের নিকট আমার এই নিবেদন যে এই সংখ্যা ১২ সংখ্যা, ইহা পাইয়াই যদি তাঁহারা টাকা না দেন তবে আমরা তাঁহাদিগের নিকট মাসিক হারে মূল্য লইব। আর যদি কেহ মনে করেন যে দুয়ের কিছুই দিবেন না তবে সেটা ভ্রম; কেননা আমি প্রথমে ঢাকপিটে দ্বারে দ্বারে তাঁদের নাম ব'লে বেড়াব ও তাতেও না দিলে রাস্তায় চাদর কেড়ে নেব আর তা পার্‌বো কি না দেহ দেখেই সকলে বুঝছেন। যেমন অপরাপর দোষ শোধরানও আমার অধিকার, তেমনি টাকা না দে পত্র পাঠেচ্ছুদের চরিত্র শোধরানতেও আমার অধিকার চিফ্‌জ-

ষ্টিস্ পিকক দিয়াছিলেন। পাঠকমাত্রে আমাদিগের এই বারের বিজ্ঞাপন ভাল কোরে দেখবেন।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়গণের প্রতি বক্তব্য যে তাঁহারা বসন্তকের মূল্য পাঠাইতে কি নিমিত্ত শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন? মফঃস্বলে অগ্রিম মূল্য ব্যতিত পত্রিকা প্রেরিত হয়না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে ১২শ খণ্ড পর্য্যন্ত বসন্তক পাইয়াও অনেক মহাত্মা গত বৎসরের মূল্য অদ্যাপি প্রেরণ করেন নাই। তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন যে তাঁহারা এই ১২শ খণ্ড পাইলেই গত বৎসরের মূল্য পাঠাইতে কোনমতেই বিলম্ব করিবেন না ও আগামী বৎসরের মূল্য পাঠাইতে যত্নবান হইবেন। কারণ আগামী বৎসরের মূল্য পাঠাইতে বিলম্ব করিলে তাঁহাদিগের প্রেরিত মূল্য আর অগ্রিম (অর্থাৎ বাৎসরিক ৩৲ টাকা হিসাবে) ধরা যাইবেনা, সুতরাং মাসিক ৷৷০ আনা হিসাবে ৬৲ টাকা মূল্য দিতে হইবে। কলিকাতা নিবাসী গ্রাহক মহোদয়গণও ১২শ খণ্ড বসন্তক প্রাপ্ত হইলেই গত বৎসরের মূল্য অবিলম্বে পাঠাইবেন। এবং আগামী বৎসরের নিমিত্ত যদ্যপি তাঁহারা তিন মাসের মধ্যে মূল্য পাঠান তবেই অগ্রিম বলিয়া গণ্য হইবে, তিন মাসের অধিক একদিন হইলেই তাঁহাদিগের নিকট হইতেও উপরোক্ত হিসাবে অর্থাৎ প্রত্যেক খণ্ড ৷৷০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে। যাঁহারা পূর্ব্বেই মূল্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উল্লেখ করিয়া বলা আমাদিগের কোনমতেই অভিপ্রায় নয়, বরং তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি, তাঁহারা ১২শ খণ্ড পাইয়া পুনর্ব্বার স্বল্প মূল্য প্রেরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বাধিত করিবেন এই মাত্র প্রার্থনা।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা	৩৲
" " শ্যামলাল হালদার	১৲
" " নন্দগোপাল মতিলাল	৩৲
" " ধর্ম্মদাস মিত্র	৩৲
" " তিনকোড়ি মুখোপাধ্যায়	৩৲
" " ভোলানাথ লাহড়ি	২॥
" " রাধাপ্রসাদ বসাক	১৲
" " উমেশচন্দ্র বসু	১৲
" " নীলকমল দাস	১৲
" " শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" " যদুগোপাল ঘোষ	৩৲
" " বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়	৩৲
" " বরেন্দ্রনাথ মল্লিক	৩৲
" " দীননাথ মিত্র	৩৲
" " জগচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী	১৲
" " হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲
" " মতিলাল বসু	১৲
" " ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲
" " চন্দ্রকুমার সরকার — — ...	১৲

কলিকাতা, চিতপুর রোড ১১৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্ত

মাসিক পত্র

স্মরপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয়ু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত ... চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলি ...-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি ... হীনঃ কালকূটাক্তকণ্ঠং॥

২য়, খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩৶ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩্ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পা-

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা রাজা, জমিদার, বণিক্, ব্যবসায়ী, রাজকর্ম্মচারি, গ্রন্থকর্ত্তা, সম্বাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতিকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মহামান্য শ্রীল শ্রীযু... লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদে... শানুসারে নিম্ন লিখিত সরকুলর প্রকাশিত হইল।

যেহেতু বঙ্গদেশ-বাসীরা ক্রমে সুসভ্য হইতেছেন, তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা ক্রমে বিখ্যাত হইতেছেন, জনসমাজে পদস্থ হইতেছেন, এই নিমিত্ত শ্রীল ...

...বেন অর্থা...
উৎকৃষ্ট আ...
হাদের ...
শিবি...

...গান
কার্য্যে ... দান
করিবেন, ... পদে
তাহাদের সম্মু... কিন্তু
বড়, ছোট, যে ... বন্য কি
উৎকৃষ্ট বেশ ভূষা কারয় না এত-
লায় তাহাদের সম্মুখে ... করিতে
পারিবে, এবং যিনি এই ...যমানুসারে
অন্যূন ২৫ বৎসর কার্য্য ...বেন, কোন
রূপে কিছুমাত্র ত্রুটী ...বেন না তাঁ-
হার সম্মানার্থে গবর্ণমেন্ট ...হতে ৭তোপ

...রুষকে গৃহে
...০০০ হাজার
...বের মূর্ত্তি
...পুরুষ-
...অন্যূন

করিবেন, অথচ ১০০০০ হাজার টাকার অধিক রাজপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যে চাঁদা দিতে পারিবেন না, এবং যিনি ১৫ বৎসরের মধ্যে ইহার কোন ত্রুটী করিবেন না, তিনি রাজা বাহাদুর উপাধি পাইবেন।

যিনি ১০০০০ হাজার ... দিয়া ৫০০০ হাজার টাকা চাঁদা দিবেন, এবং সাহেব-দিগের পদানত হইবেন, তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইবার নানাবিধ উপায় আছে। এক চাঁদা ও রাজপুরুষ অর্চ্চনা দ্বারা উপলব্ধ হয় আর দেশীয়দিগকে ঘৃণা ও প্রভুভক্ত হইলে হয়। ইহার আরও অনেক উপায় আছে যিনি ইহা অবগত হইতে চান, তিনি রায়বাহাদুর উপাধিধারী যে কোন ...ক্তির নিকট অথবা বোম্বায়ের ...াকর-...ালি কি গজদানন্দ অথবা বঙ্গদর্শনের ...সম্পাদকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

অনরেবেল পদটী সকলকে দেওয়া হইবে না। এটি উপলব্ধ করিতে অনেক সাধনার আবশ্যক এবং যাঁহারা ইহা অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা হিন্দু-...ের এডিটর, আবদুললতিবকে

ভাবিলাম রক্ষা পেলাম। একটু স্থির হইয়া শেষে বিবেচনা করিতে লাগিলাম যে ডাক্তার সরকারের বাটীতে এ ক্রিয়া। ডাক্তার কি লোক? সরকার ব্রাহ্মণ হইতে পারে, কায়স্থ হইতে পারে আর নবশাক হইতে পারে। ইনি ইহার কি? আমি শূদ্রের দানগ্রহণ করি না, তবে গোপনে সেটা চলে। এ দেখি কি বৃহৎ ব্যাপার, ইহাতে ছাপা... ব হইয়াছে, সরকার যদি শূদ্র হ... ২৩ গিয়াছি, তবে উদ্যোগটা কি? ...র সরকারের সাই, নন্‌সন্স। একি হল? এটী হয় তাহার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ হইবে, নয় কোন একটী বৈদান্তিক যজ্ঞ হইবে। কি করা যায়। আচ্ছা, সরকার যদি ব্রাহ্মণ হন, তবেত ভাল? ...

দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আর অমনি এক জন আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন ...হণ করিতে বলিলেন। আমি আসন ...হণ করিলাম। এ...কজন আসিয়া একটী ...ন্সিল ও কাগজ আমাকে দিলেন। ...গ্র... জিজ্ঞাসা করিব ব্যাপারটা কি? পো... মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন আমি ...শয় কথা কহিবেন না।" সভার ইহার ...ম দেখিয়া ভয়ে আমি দিশে যে "মহ...াম। আবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা রকম স...জন আসিয়া আবার বলিলেন হারা হ... ল করিবেন না" একবারে করিব, এক...ন করিবার যত্ন করিলাম "আপনি গো... ও আর একজন আসিয়া উঠিয়া পলায়! শেষে চিত্রপুত্তলিকার কিন্তু তাহাতে ...াম। সকলে কাগজ বাধা জন্মা...

হইল ও এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি নিয়ম
সকলের প্রতিপালন করিতে হইবে
প্রথম সাহেবদিগকে সেলাম। সাহে
ও এদেশীয়তে বিবাদ হইলে সাহে
দিগের পক্ষ সমর্থন। গবর্ণমেন্টের ...ব
গোয়েন্দাগিরি করা এবং যদি গো...ব-
গিরি করিয়া স্বদেশীয় কাহাকেও ...কট
ফেলা যায়, তবে বড় ভাল, আ...য়ন্দা-
আত্মীয় স্বজনকে বিপদে ফেল ...বিপদে
তাহার ভাগ্যের আর সীমা বার যদি
স্বার্থ লইয়া যখন দেশীয় ...যায় তবে
বিবাদ হইবে তখন হয় ...কে না।
থাকিতে হইবে, নয় সাহে ও ইংরাজে
যোগ দিতে হইবে, যিনি চুপ করিয়া
সঙ্গে যোগ দিবেন, ...হেবদিগের সঙ্গে
সীমা থাকিবে না ... সাহেবদিগের
... ও ভাগ্যের

নিমন্ত্রণ হয়। আমি একে চখে ভাল
দেখিতে পাইনা, তাহাতে আবার নি-
মন্ত্রণের পত্র আসিল; আসুন দেখি,
কি লেখা রহিয়াছে। আমার বুদ্ধির ভা-
ণ্ডার রসের ভাণ্ড ব্রাহ্মণীর নিকট দৌ-
ড়াইয়া গিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্ম-
ণীর দিব্যচক্ষু, এখন সাজাইয়া গুজাইয়া
দিলে ষোড়শী রূপসী বলিয়া বোধ হয়,
তাহার হ... যমন পত্র দিয়াছি আর
অম্নী থাঁ কা... পড়িয়া ফেলিয়াছেন,
কিন্তু তখন ...থলাম যে ব্রাহ্মণী না
পড়িলে ভাল ছিল, কারণ ব্রাহ্মণী যাহা
পড়িলেন সে কথার অর্থ বুঝা দূরে থা-
কুক আমি তাহা কখন শুনিও নাই।
ব্রাহ্মণী এই বাক্যটী পাঠ করিয়া আ-
...লেন, ঠাকুর ইহার

ইহার নাম ডাক্তার সরকারস্ অ্যাশো-সিয়েশন হইবে।

ইহাতে বিজ্ঞান চর্চ্চা হইবে। বিজ্ঞান এক বিদ্যা, ভারি বিদ্যা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। মনুষ্যের ইহা জানা কর্ত্তব্য। এই অনুষ্ঠিত সভাতে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইবে। এই নিমিত্ত ইহার নাম ডাক্তার সরকারস্ অ্যাশোসিয়েশন হইল।

ইহার নিমিত্ত একটী বৃহৎ অট্টালিকার প্রয়োজন। আর অনেক দ্রব্য চাই। যন্ত্র চাই, আর আর যন্ত্র চাই। আর আর এই গৃহটী বৃহৎ হইবে। আর আর আর যন্ত্র চাই। কি কি যন্ত্র চাই, তাহা বলার প্রয়োজন নাই, তবে অনেক যন্ত্র চাই। এবং এই অট্টালিকা, যন্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের নাম ডাক্তার সরকারস্ অ্যাশোসিয়েশন হইবে।

এই সভার নিমিত্ত বিস্তর টাকার প্রয়োজন। আমি প্রায় ৫০। ৫৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছি, এখন আরো বিস্তর টাকার প্রয়োজন। টাকা ডাক্তার সরকারস্ অ্যাশোসিয়েশন একটি বৃহৎ ব্যাপার।

একলক্ষ টাকা হইলে এই সরকারস্ অ্যাশোসিয়েশন সংস্থাপিত হইতে পারে। সরকারস্ অ্যাশোসিয়েশন যেরূপ বৃহৎ ব্যাপার তাহাতে একলক্ষ কেন দশলক্ষ পঞ্চাশলক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও ইহার

যো
ব্যাপ
ইহার
সিয়েশ

যাহারা
শাস্ত্র অধ্যয়ন ক
ক্তার সরকারস্ অ্যা
এযে কার্য্যটী কি ভয়
পারিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য
আমি ভিন্ন বোধ হয় আর
জানেন না, এবং এই জন্যে
সাইন্স অ্যাশোসিয়েশনের ন্যায়
ব্যাপার এত দিন হয় নাই। যদি লো
বুঝিতে পারিত যে আমি কি অদ্ভু
অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হইতেছি তাহা হইলে
একলক্ষ কেন, দশলক্ষ টাকা এত দিন সংগৃহীত হইত, কারণ এটী ডাক্তার সরকারস্ অ্যাশোসিয়েশন। পণ্ডিতেরা ইহার অধিক আর কিছু জানিতে কি দেখিতে চাইতেন না।

অতএব হে সভ্যগণ! এই ডাক্তার সরকারস্ অ্যাশোসিয়েশন যাহাতে সংস্থাপিত হয়, আপনারা তাহার প্রতি মনোযোগী হউন। আপনারা সাইন্স অবগত থাকিলে আমার এত বাক্য ব্যয় করিতে হইত না। আপনারা সাইন্স অবগত নন, সুতরাং আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে হইতেছে। আপনাদিগের সময়ের অবশ্য কোন মূল্য নাই, কি

...্য
...রতে
...ত্তার
...হইলে
...। ও মূর্খতা
...নর্কারস্ সাইন্স
...ান উদ্দেশ্য এই।

...ৎকার অভিনয়।

(গতপ্রকাশিতের পর)

পাঠকগণ! আমাদের বসন্ত মহা-
...াজের থিয়েটার দেখার ঘটনাটি বোধ
...রি আপনারা এখনও ভুলে যাননি,
এখন আগা, ে াড়া সমস্ত ঘটনার দৃশ্যটী
আমি আপনাদের সাম্নে ধরে দিচ্ছি,
আপনারা দেখুন যে রস কদ্দূর পর্য্যন্ত
গড়ালো; তবে এদেখে আপনাদের আ-
মোদটা কড়্‌তাবাদে কত ওজনে দাঁ-
ড়াবে সেটা ঠিক ক'রে ব'লতে পাচ্ছিনে,
টেনে টুনে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে,
মলয়ারা হাসে যাঁদের মন র'সেছে তাঁ-
দের প্রচুর লাভ হবে, আর যাঁদের মন
নিতান্ত নীরস, তাঁদের একেবারে ঠো-
কতে না হয় টায় টায় যাতে থাকে.
অর্থাৎ অন্ততঃ মনটী স্যাঁৎসেঁতে যাতে
হয় তার চেষ্টা হদ্দমুদ্দো কোর্‌ব তার
...র আমার হাত য...

"মা'র ক্যব মা ক'ল্লে,
নাককাণ বিঁদিয়ে দিলে,
কপালে থাকে পর,
নৈলে সোলা গুঁজেই মর।"

যাই হোক এখন ফাল্‌তো কথায় কাগজ পূরিয়ে ফেলা ভাল দেখায় না, আশল বিষয়ে হাত দেওয়া যা'ক।

বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জান্তে পা-ল্লেম যে, ঐ অ্যাকট্রেযটীর নাম 'গো-লাপ' আপনারা ইটীকে সামান্য কাট-গোলাপ ব'লে অগ্রাহ্য কর্‌বেন না, ইটী গোলাপের মতন গোলাপ, এর একটী বিশেষ গুণ আছে,—শিগ্‌গির শিগ্‌গির বাসী হয়ে শুকিয়ে যায় না। আর অন্য অন্য গোলাপের মত এর সৌরভ অল্প-স্থান নিয়ে অল্পক্ষণ থাকে না, তা ক্রমশঃ জান্তে পার্‌বেন। বিবাহ বিবাহ ক'রে গোলাপ একেবারে ব্যাকুল হয়ে পড়্‌-লো তাকে থামানো ভার! তার মনের মধ্যে একটা ঘুরঘুরে পোকা ঢুকে মন-টাকে চঞ্চল ক'রে তুলেচে, এখন আবার তার কুলবতী হবার ইচ্ছাটী বলবতী হয়েচে, গোলাপ প্রলাপ দেখ্‌চে, এক-কথায় ব'ল্‌তে গেলে ছুঁড়িটেকে যেন দশা পেয়েচে। যাই হোক আমি মনে ক'রেছিলেম যে গোলাপ বেশ্যা, ওর আবার বিবাহ হবে কি? ভদ্রলোকের মধ্যেত কেউই ওকে বিবাহ কোর্ত্তে সম্মত হবে না, কিন্তু সেটা মনে করা

আমার সম্পূর্ণ অন্যায় হয়েছিল, যেহেতু "হাঁড়ির মুখের সরা" আছেই—বিশেশতঃ আমাদের ঋতুরাজের দলবল যেখানে যোগাড়ে, সেখানে আর অঘটনীয় কি আছে, আর বাতাসটীর একএকটী পাক্‌নাতে এক এক নূতন ঘটনার উৎপত্তি হ'চ্চে। ঐ রঙ্গভূমির অভিনয়কারীর মধ্যে একটী যুবক হটাৎ উঠেই বল্লে "আমি গোলাপকে বিবাহ ক'র্‌ব।" ঐ কথাটী শুনে আমি আর ব'সে থাক্‌তে পাল্লেম না, আমার মনের মধ্যে মহাভাবনা উপস্থিত, বাতাসটীর অসাধ্য নাই!—আমি এখানে ব'সে আছি আরও যদি গিয়ে আমার ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ ক্ষেপিয়ে তোলে, তা'হলে আমার অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ বিবাহ কোরে নিয়ে গেলে আমি ভেবে ভেবে দম্‌ফেটেই ম'রে যাব। তারপর পালাবার উপলক্ষে কানিয়ে কানিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম যে গোলাপকে বিবাহ কোর্ত্তে চান ও বাবুটী কে? কিন্তু যখন শুন্‌লেম যে তাঁর নাম "গোষ্ঠবেহারী বাবু" নামটী শোনবামাত্রেই আমার সমস্ত ভ্রম ঘুচে গেল, মনের মধ্যে একটুকু ভক্তিরও উদয় হল; কারণ আমাদের স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবানেরই অন্য একটী নামতো, 'গোষ্ঠ-[illegible]হারী' ইনিই ননি চুরি, গোপীদের [illegible] ক'রে টান[illegible]

বন্ধুকে সঙ্গে নে গোরু চরাতেন ও সখাদের যে বিহার কোর্ত্তেন সেই থেকেই 'গোষ্ঠবেহারী' নাম হয়, ইনিই কুব্জার মনস্কামনা পূর্ণ ক'রেছিলেন, ইনিই রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন ক'রে[illegible]লেন, সেই ইনি আজ যে গোলাপকে [illegible]বাহ ক'রে উদ্ধার কোর্‌বেন তা আর [illegible] কি? ফলে ইনি যে জগতে ছ'লতে[illegible]চন তার আর সন্দেহ নাই। প[illegible] শয়কে ব'লতে কি গোষ্ঠবা[illegible] আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়েছি[illegible] আবার কলঙ্কভঞ্জন, কেশসেতু [illegible] ও সহস্রঝারায় জল আনা প্রভৃতি [illegible] খুব মনে ক'রেছিলেম, কিন্তু তা[illegible] হয়ে একাবটী আর একরকমে সম্প[illegible] হ'ল। বর কন্যা উভয়ের মতস্থির হ'[illegible] বিবাহটী কিরকমে হয় দেখাচাই, যে[illegible]হতু এটী একটী নূতন কাণ্ড, এর বরকর্ত্তা বর, কন্যাকর্ত্তা কন্যা, কেবল অনঙ্গদেব স্বয়ং এই বিবাহের ঘটকালীটী করেচেন। সকলই প্রস্তুত, কেবল পুরোহিতের অভাব প্রযুক্ত ও কন্যার গোত্রের কিছু স্থিরতা নাই ব'লে শুভকর্ম্মের বিলম্ব হতে লাগ্‌লো। তারপর গোঁজামিলন দিয়ে তহবিল মিল ক'রে দেওয়া চিরকালই চলন আছে, সেই অনুসা[illegible] এখানে গোলাপকে পা[illegible]

যাওয়াই মত হ'ল। পরে ব্রাহ্মদিগের
তন্ত্রানুসারে ব্যাপ্টাইজ্ হয়েগে কন্যাটীর
স্বকুমারী নাম দেওয়া হ'ল স্বতরাং আর
গোত্রের গোলমালে বিবাহের প্রতি-
বন্ধকতা রই ল না—গোলাপের বদন
প্রফুল্ল হ উঠ্‌লো, হাসি গালে ধরে না,
মন আ .দ পরিপূর্ণ, তারি সঙ্গে সঙ্গে
রূপে একটুকখানি ফুটে বেরুলো,
নেকের বুকে ঢেঁকির ঘা পড়্-
না, তাঁরা বিষাদ সাগরে মগ্ন!
নেক দিনের আলাপী গোলাপ
হাতছাড়া হয়ে কুলবতী হ'তে
া। কেবল গোষ্ঠবাবুর পাথরে পাঁচ
! গোলাপ ওরফে স্বকুমারীর সঙ্গে
ার শুভ বিবাহ হ'য়ে গেল। এখন আ-
মটীর গুণ দেখুন; যদ্বারা একটী নূতন
ত..র প্রচার হ'ল, যার জন্যে আমি
ভেবে অস্থির হয়েছিলেম, আমার সে
ভাবনা টুকু দূর হ'ল, গোষ্ঠবেহারী
বাবুর মন মত ধন লাভ হল, ও গো-
লাপ ওরফে স্বকুমারীর বিবাহ হ'ল।

এখন গোলাপের বিবাহ। এখানে
গোষ্ঠ বাবুর বিবাহ ব'লে উল্লেখ কোর্ত্তে
পাল্লেম না; কারণ গোষ্ঠবাবুর বিবাহ
অন্যত্রে মহাসমারোহের সহিত হ'লেও
পার্ত্তো. কিন্তু এত সুখের হত না,
ক সাধারণের ও এত

উপলক্ষে তাঁর পিতা বিস্তর ব্যয় করি-
য়াছেন, এই বলিয়া তাঁর পিতার নাম
ব্যতিত) গোষ্ঠবাবুর নাম একবার কেউ
মুখেও আন্তো না। যাই হোক "স্বনামপু-
রুষো ধন্যঃ" কথাটী গোষ্ঠবাবুতেই বর্ত্তা-
লো; এরকম দরের লোক আরও দুপাঁচ
জন থাক্‌লে আজ্ আমাদের ভাবনা কি?
পাঠকগণ! আপনারা কেবল মুখে উন্ন-
তি উন্নতি বলে ব্যতিব্যস্ত হন, কাযে
কাযে কারো এগোবার ক্ষমতা নাই
কেবল "মেগের কাছে পেঁকের বড়াই"
বইতো না? আজ্ কাল পুঁথিগত বিদ্যার
কর্ম্ম নয়, কাযে দেখিয়ে দেওয়া চাই।
দেখুন গোষ্ঠবাবুর এই কাযটিতে কদ্দূর
বীরত্ব প্রকাশ পাচ্চে! পিতামাতা তাঁকে
এই নিমিত্ত যদি পরিত্যাগ করেন তা
সে ভয় তাঁর মোটে নাই, তাঁর বন্ধু
বান্ধব ইত্যা দ তাঁকে না চান, তাতেও
তার কোন হানি নাই, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
হয়েচেন উন্নতির পথে কাঁটা খোঁচা
কিছুই রাখবেন না।

আহা! গোষ্টবাবুর পিতা মাতার
কি পুণ্য! নাহ'লে এমন সন্তান রত্ন
লাভ হবে কেন? যে সন্তান ভারত-
ভূমির উন্নতির প্রধান সোপান, যার
যশের ধ্বজা দেখ্‌তে দেখ্‌তে উড়ে আ-
কাশ স্পর্শ ক'রে ফেল্লে, যার গুণ

"যখন যেমন, তখন তেমন।"

সকলের মনমত হ'তে যদি চাও।
দেশকাল, পাত্র বুঝে সেই মতে যাও॥
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন সেবা।
যে করে তাহার সম হ'তে পারে কেবা?
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দিয়ে বিসর্জ্জন।
যে চলে সকল মতে সেই মহাজন॥
সহজে যে জন বুঝে অপরের মন।
এজগতে বিধিমতে চতুর সে জন॥
যখন যে দিকে থাক সেই দিগে গাও।
দোষ গুণ প্রতি কভু ফিরিয়া না চাও
যে কথায় অপরের মনে হবে ব্যথা।
সত্য হ'লে মুখে তবু এনো না সে কথা।
তোষামোদে খুসী হয় যে জনা[illegible]
ক্ষতি নাই কর তাই করি প্রাণপণ।
ছোট বড় ভদ্রাভদ্র না করি বিচার।
সমভাবে তোষ মন সে সব জনার॥
তোষামোদ বাক্য ইটী সাধারণ নয়।
একমুখে যার গুণ বর্ণনা না হয়॥
অমৃত অধিক সুমধুর নাম যার।
অসাধ্য সাধন যাতে হয় অনিবার॥
দিগ্বিজয়ী যেই জন ভুবন-বিজিত।
যার পরাক্রমে হয় সেও পরাজিত॥
লইতে পরের মন অথবা হরিতে[illegible]
হেন উপযোগী আর নাহি অ[illegible]
বোধ হয় এজগতে নাহি[illegible]
তোষামোদে বশীভূ[illegible]
ইত্যাদি গুণ ভূ[illegible]

প্রাণান্তে তাহারে ত্যাগ কোরনা কখন॥
তোষামোদ সঙ্গে চাই বচন-কৌশল।
যাহার প্রসাদে হবে মানস সফল॥
সহজে অন্যের পরে প্রভুত্ব বিস্তার।
করিতে এমন বস্তু দুটী নাহি আর॥
দেশ, কাল, পাত্র এই চল এই মতে।
চাতুরি বিহনে সুখ নাহি কোন মতে॥
কথায় চাতুরি আর মনেতে চাতুরি।
ধর্ম্মেতে চাতুরি আর কর্ম্মেতে চাতুরি॥
চতুরের কার্য্য এই কহিনু নির্যাস।
অমায়িক অগ্রগণ্য বাহিরে প্রকাশ॥
সযতনে অভিমানে দাও জলাঞ্জলি,
বিনা আবাহনে যথা তথা যাও চলি॥
ছাড় প্রেজুডিস্ ওটা দুঃখের আ[illegible]
[illegible]নের কণ্টক সমাজের ঘৃণাক[illegible]
[illegible]শষতঃ সভ্য নর [illegible]
[illegible]
য[illegible]
ছা[illegible]
ন[illegible]
[illegible]
য[illegible]

পাপ, পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না ধরিবে।
স্বার্থ সাধনের জন্য সকলি করিবে॥

(ক্রমশঃ)

দশকথার পাঁচকথা।

বরদার বিচার সম্বন্ধে প্রায় সকলেই দশকথা কহিয়াছে, বাসন্তিকা কহিলেন যে কিবল আমরাই কিছু বলি নাই দশকথার উপর পাঁচকথা, এবড় নিন্দার কথা, আমরা সব বিষয়ে ফোড়ন দিয়া থাকি, পরমান্ন অবধি ফাক যান না, এবিষয়টী .ক প্রকারে যে পাশ্ব ...ল ভাবিয়া পাইতেছি না,
... পক্ষে রত, পায় অমৃত,
... ছ পক্ষান্তরে॥"
... ধ ...
...া-
...লি-
...ট,
...ন্ন
...্য

মহাশয়রা বি...চনাটা দেখুন দেখি, এতেও কি লিখিত ইচ্ছা যায়।

ফেরি সাহেবকে বিষ খায়াইয়াছিল একবার নহে তি... তিনবার। আর এক বারেহাক খুন করিয়াছিল, কিন্তু বাঁচিল কেমন কোরে আমরা ভাবিয়া পাই না, মোরেই আপদ যেতো আমাদের আর ভাবিতে হোত না, বোধ হয় ফেরি সাহেব দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, বিষ অমৃত অর্থাৎ পেনেলাব সর্ব্ব... হোয়ে পড়িল।

ফেরি সাহেব চমকি দেখেন যে গোলাবি গুঁড়া। ডাক্তার সাহেব হেসে বলিলেন ক্ষেপ্যে বিষ গোলাবি হয় না; ...বে ফেয়ারি সাহেব গোলাবি ...কে দেখেছিলেন তাই গোলাবি বোধ হোয়েছিল।

ফেয়ারি সাহেব বলেন যে তাহাকে তিনবার বিষ খায়াইয়াছিল, তাহাতেই তাহার কপালের ফোড়া ফেটে যায়।

নসরুসাখ্য বলে যে তিনি কিবল একবার গোলাবি গুঁড়া খায়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বম্বে পুলিস বাহাদুরেরা বলেন যে ...রাই নসরুর পেট থেকে বিষ আর ...কথা নির্গত করেন, নসরু বিষ ...ং যাহাতেই হাত দেয় ...স্পর্শ হয়। তিন জন ...ন যে, বিষ খাওয়া-

ইতে চেষ্টা সত্য, তিনজন হিন্দু বিচারক বলেন যে সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর গভর্ম্মেণ্ট বলিলেন বিষ খাওয়ান সন্দেহ স্থল; কিন্তু রাজ্যচ্যুত করণ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মল্লার রায় ও তাহার পুরুষপুরুষানুক্রমে রাজ্য হইতে ভোগ দখল উঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই কথা শ্রবণ করিয়া পুনার লোকেরা এক মহা সভা করিয়া দরখাস্ত করিল, এই সভায় কুগ্রহক্রমে যে কএকটী রাজকর্ম্মচারী গিয়াছিলেন, তাহারা হাতে হাতে ফল পেলেন, কর্ম্মগুলি গেল, আর যাহারা ইহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, বোধ হইতেছে যে তাহাদের পদবৃদ্ধি হইয়া থাকিবেক "কারুর পৌষ মাস কারুর সর্ব্বনাশ" হাতে হাতে ফলিল।

রাতারাতি গৌকুমারকে গোপনে গোপনে চক্ষে কাপড় দিয়া বুচ্‌কি বাঁধা করিয়া একেবারে মাদরাজে চালান হইল।

"তখন ভগ্নদূত গিয়ে বলে রাবণ
গোচর।"

বরদার রাজবাটীতে মহা কোলাহল উঠিল, কোথা রাম রাজা হবে, না কোথা রামের মাদরাজ বাস হইল, ক্রন্দন ধ্বনিতে বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের মড়াকান্না ভেসে গেল।

টেলিগ্রাম আসিল যে মল্লার রায়কে রাজ্যচ্যুত করাতে নগরবাসীদের আনন্দের আর সীমা রহিল না, তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দামোদর পান্থীর বাটীতে ইটের উপর ইট রাখিল না, গদি খালি দেখিয়া পাছে গদী ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে ভাবিয়া লক্ষ্মী দেবীর ছেলেটীকে গদি গরম রাখিতে বসাইয়া দিল যে কএক জন বিলাতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, ইটীয়ে মাথা ভেঙ্গে ফেলিল, নগরের দ্বার বন্ধ করিল। বন্দুক, গোলা, গুলি, ক্ষত, হত, বন্দী, আনন্দের আর সীমা নাই। সত্যবাদী বম্বেগেচোটর টেলিগ্রাম আর সেড়াচানা খেগো খোট্টাদের আনন্দ তাহারাই বোঝেন।

"কি বা নরে কি বানরে বোধাগম্য তুমি।"

সেই উৎসব দেখাইবার জন্য বোধ হইতেছে যমুনাবাইকে তাড়াতাড়ি পাল্‌কি পাঠাইয়া লইয়া আসা হইল। লক্ষ্মীবাইও তাহার ছেলে সমেত মাদরাজ চালান হইল।

যমুনা বাইকে পোষ্যপুত্র লইতে আবেদন পত্র বাহির হইল। যমুনা বাই তিনি স্ত্রীলোক এত সম্বে পলেটিকশ বোঝেন না বলিয়া বসিলেন যে তাহার গত স্বামী সদাশিব রায়কে পোষ্য পুত্র লইবার মানস ছিল তিনি তাহাকেই লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কি ভুল! সদাশিব রায় প্রায় বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, পোষ্য পুত্র লইলে

এক্ষণেই রাজ্য তাহার হস্তে অর্পণ করিতে হয়, তাহা হইলে এই আনন্দে উম্মত্ত নগরবাসীদের ক্ষান্ত করে কে, তাহা কি ছেলে ছোকরার কাজ।

এতৎ সদুক্তি শ্রবণে যমুনা বাই কহিলেন, "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।" আমি হেতু বৈত নয়। যাহাকেই অনুমতি করিবেন তাহাকেই লইব; এমন কি ফেরি সাহেবকে বলেন তাহাকেই লইব। গজানন্দকে বলেন তাহাকেই লই, এমন কি একটা আপনাদের সহিসের ছেলেকে বলেন তাহাকে লইতে অস্বীকার নহি।

তৎশ্রবণে লাট সাহেব বড় সন্তুষ্ট হইলেন। দেশের লোকেরা বড় অসন্তুষ্ট হইল (কার মা কি বোয়ে গেল)। কেন্দিস রাজকুমার মধ্য হইতে এক জনকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুমতি হইল। বক্রি রাজকুমারদ্বয় লাট সাহেবকে দরখাস্ত পাঠালেন যে কেন্দিস রাজকুমারদ্বয় "ইলেজিটিমেট"। এক্ষণের জকুমারের ইংরাজী শিখিয়াছেন ইলেজিটিমেট অর্থে বেশ্যাপুত্র তাহারা জ্ঞাত ছিলেন। এক্ষণে ইংরাজেরাও উক্ত কুমারদের ইহার অগ্রে ইলেজিটিমেট বলিয়াছিলেন (কি বোয়েই গেল, কার শ্রাদ্ধ কেবা করে খোলাকেটে বামুন মরে) ইংরাজেরা এক্ষণে বলিলেন যে তাহা নহে; কেন্দিস রাজকুমারেরা পিলাজীর পাটরাণীর পুত্র, এ কথা এক জন ব্রাহ্মণের পাঁজীতে দেখা গেল। এতদিন ঐ ব্রাহ্মণ ভয়ে পাঁজীর সহিত লুকাইয়া ছিল, (কার ভয়ে যে সে লুকাইয়াছিল তাহার কোন সন্ধান নাই) সুতরাং কেন্দিস কুমারেরা "লেজিটিমেট" অর্থাৎ তাহারা তাহাদের বাপের বেটা। এই কথা রেসিডেণ্ট সাহেব যেমন দেশস্থ আমির ওমরাদের বলিলেন তাহারা মুখ ভার করিল, এতদ্দর্শনে তিনি মিষ্ট হাসিয়া কহিলেন "যে যাহারা মুখ ভার করিয়াছেন তাহারা যেন ঘরে গিয়া অধিক করিয়া ভাত খান, নমঃ বিষ্ণু" চানা চিবান। কারণ তাহাদের আর বড় অধিক দিবস ঘরের ভাত খেতে হবে না। সুবিজ্ঞ মাধব রায় উঠিয়া বলিলেন যে হে ভাই সকল তোমাদের নিতান্ত ভুল, কেন্দিস কুমার যে ইলেজিটিমেট ইটি তোমাদের ভুল, যমুনাবাই যে তাহাকে পোষ্যপুত্র লইতে চান নাই ইটী ভুল। এ সমস্তই ভুল আমরাও দেখিতেছি এক মহা ভুলকাণ্ড হইয়াছে, প্রথমে এমত কর্ম্মণ্য ফেরি সাহেবকে রেসিডেণ্ট করিয়া পাঠানই ভুল, বিষ খায়ান ভুল, কমিসনর বসাইয়া বিচার করা ভুল, কেণ্ডিস কুমারদের রাজ্য দেওয়া ভুল। তবে লাভের মধ্যে ফেরি সাহেবের ইতিবৃত্তে নাম উঠিল, ইংরাজ বাহাদুরের ১১ বৎসর

জন্য বরদা লাভ হইল; মাধব রায়ের সপরিবারে মায় জামাতা সহিত উত্তম রূপে প্রতিপালনের পথ হইল, আর হিন্দুপেটরিয়টের হিন্দু নাম ঘুচে "অনরেবল" পেটরিয়ট অর্থাৎ অবৈতনিক দেশহিতৈষী উপাধি হইল। "যার খাই তার গাই—"

পাত কুড়ান সংবাদ।

ইংলিসম্যান ৪ঠা মে তারিখে তারে এই সংবাদ পান—"রাণী যমুনা বাই বরদায় পৌছছিয়াছেন। ৫ই তারিখে আপাততঃ গদিতে বসিয়াছেন।" মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোক অশ্বপৃষ্ঠে বসিতে পারেন, আমরা জ্ঞাত আছি আর ইংরাজেরা বিশেষতঃ সৈন্যাধ্যক্ষ উইওাম (হিরো অফ রেড়ান) মিউটিনির সময় বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কিন্তু গদিতে বসা এটা নূতন চাল। বোধ হয় সুবিজ্ঞ ও মহারাষ্ট্রীয় নীতিজ্ঞ ফেরি সাহেব এই বিধান দিয়া থাকিবেন।

অষ্ট্রেলিয়ার ডাক্তার হালফোর্ড বারম্বার লিখিতেছেন যে, আমনিয়া (নিবেদল) পিচকারি দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে সর্প দংশিত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবেক!!! অতি শুভ সংবাদ তবে দুঃখের বিষয় এই,যে হয় কোই।

পশ্চিমে কোন সংবাদ পত্রে রাণী লক্ষ্মী বায়ের পুত্রটীকে রাজ্য দিলে ভাল হইত লেখাতে "ডেলিনিউশ" শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহা হইলে রেলওয়ে দরবানের অর্থাৎ বম্বে গেজেটের কল্পিত লক্ষ্মী বায়ের পূর্ব্ব স্বামীর ছেলেকে রাজ্য দেওয়া হয়। কারণ লক্ষ্মী বায়ের বিবাহের সাতমাস পরে এই ছেলেটীর জন্ম হয়। ইংরাজেরা বলেন যে এদেশে কিছুদিন থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হ্রাস হয়। ঠিক কথা! তাহা না হইলে লক্ষ্মী বাইকে বিবাহের পাঁচমাস অগ্রে রাজ পরিবারভুক্ত করা হইয়াছিল, একথা বিলক্ষণ অবগত থাকিয়াও কি নিমিত্ত এ অপবাদ লিখিলেন "যাকে দেখিতে পারিনে তার চলন বেঁকা।"

বাবু ভুবনমোহন সরকার ন্যাশ্যাল পেপারে আবকারী সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ডিস্পেন্সরিওয়ালাদের ... দিয়া চালাইতে ইচ্ছা করেন; আমাদের পাঠ করিয়া বোধ হইল যে তাহার নিজের একটী ডিস্পেন্সরি ছিল, ফেল হোয়ে গিয়া থাকিবেক। কারণ মদ্যপায়ী তার পয়সা দিয়া মদ খায় না, আর ডিস্পেন্সরিওয়ালারাও তাহার নিকট পয়সা চায় না, তবে ... তার মাথাব্যথা কেন! বিনা ব্যয়ে ...

অনরেবেল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল "রেণ্টবিল" বিষয়ে যে বক্তৃতাটী করিয়াছেন। সেটী উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, কিবল খাজানা আর বকেয়া খাজনা আদায় নিয়ম বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি তিনি কখন মুন্সেফি করিয়া থাকিতেন, কিম্বা খাজনা সম্বন্ধে ওকালতী করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে খাজনা অথবা বকেয়া খাজনা আদায় করা কেমন সহজ বুঝিতে পারিতেন—এটী কুমরকে কামার বৃত্তি হইয়াছে।

ন্যাশান্যাল ব্যায়াম বিদ্যালয়ে ব্যায়াম বিষয়ক পারিপাট্য দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট লাভ করিয়াও সম্পূর্ণ রূপে পারিলাম না, কারণ ন্যাশান্যাল সোসাইটীর সভ্যেরা মাংস বিদ্বেষী; শাখ ভাত খাইয়া এবম্প্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করিলে কোন দিবস খোলে রক্ত পড়িবে। হিতে বিপরীত!

প্রত্যূষে বাসন্তিকা রঞ্জন-বেশে হেলিতে দুলিতে আমার নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "নাথ।"

বাসন্তিকার হাস্য যে কি মধুর পাঠক বর্গের অপরিচিত নহে। আমি প্রত্যহই প্রাতে মিষ্ট মুখ [illegible] া কর্ম্মে বসি, সে মধুর রসে [illegible] া খাবার পয়সাটী বেঁচে গেল; গদ গদ হইয়া কহিলাম "কি প্রিয়ে, বিধুমুখি!"

বাসন্তিকা পুনশ্চ হাসিয়া কহিলেন "নাথ! এ গ্রীষ্মে কি খাইতে ভাল লাগে?"

আমার আঁব কাঁটাল পাকান গ্রীষ্মে গাত্রে সূচ ফোটাইতে ছিল· গাত্রে হস্ত বুলাইয়া বলিলাম "প্রিয়ে! বড় আড়ানী পাখার বাতাস খাইতে ভাল লাগে।"

বাসন্তিকা বদনে বসন দিয়া চলিয়া গেলেন।

বোধ হয় পাঠকবর্গের‌ও ঐ কথা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত	রাজা	রমানাথ ঠাকুর কলিকাতা	৩৲
"	বাবু	নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৩৲
"	"	মতিলাল বসু	৩৲
"	"	দ্বারিকানাথ গুপ্ত	২৲
"	"	ঈশানচন্দ্র দত্ত	১৲
"	"	যাদবচন্দ্র হালদার	১৲
"	"	চন্দ্রকুমার সরকার	১৲
"	"	নীলকমল দাষ	১৲
"	"	রাধাকান্ত সাহা..	৩৲
"	"	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ..	৩৲
"	"	নন্দলাল দে	১৲
"	"	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১৲
"	"	চন্দ্র চন্দ্র ধর	১॥
"	"	গিরীশচন্দ্র কর	১৲
"	"	সত্যশরণ সাহা	৩৲
"	"	কানাইলাল দে	১৲

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

স্মরপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য়, পর্ব্ব। তৃতীয় সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩, টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ নিত্য নূতন খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আমাদের ব্যস্ত হ'তে হ'য়েছে; ক্রমে আর নূতন পাওয়া ভার হ'য়ে উঠ্‌ছে। তবে মনে ভরসা আছে যে কলিকাতায় ইংরাজী চালের প্রাতুর্ভাবে পুরাণো চাল সব উঠেগেছে, আর যা দুই চারটি প্রচলিত আছে তাহাও সচরাচর দেখা যায় না, কালে ভদ্রে কদাচ কখন, গলি, ঘুঁজিতে দেখা যায়,সুতরাং সাধারণে সর্ব্ব লোকে তাহা জান্‌তে পারেন না, বারুণী স্নানযাত্রা, বাসন্তীপূজা, নন্দোৎসব প্রভৃতির খবর রাখবার চেয়ে অনেকে যেরূপ গুডফেরাইডে, কুইন্সবার্থ ডে, ছোট কিচমিচ, বড় কিচমিচের খবরটিতে মন রাখেন সেইরূপ পুরাণ পাঠ, ধর্ম্মসভা, চপের গান, কীর্ত্তন, পাঁচালি প্রভৃতির অপেক্ষা কলবের লেক্‌চর, স্মান জার সারমন, অপেরা, থিয়েটর, হোটেল লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এইরূপ হ'য়েছে ব'লেই আমাদের বাঁচওয়া। পুরাণ চাল চুল কথা বাত্রা গুলোকেও সাহেবি মেজাজের জাহাজি গোরার বাড়া বাবুদের কাছে ব্যাখ্যা ক'রে নূতন কথা কওয়ার ফল পাচ্ছি। আজ সেই সাহসেই সভ্যগণের মনোরঞ্জনার্থ একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌ছি এবং বোধ করি পূর্ব্বে আদিকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ড কিচ্‌কিন্ধাকাণ্ড প্রভৃতির গান শুনে শ্রোতাগণ যে প্রকার আনন্দানুভব ক'র্ত্তেন আমাদের বরদাকাণ্ডও সভ্য শ্রোতাগণের চিত্তে সেই প্রকার আনন্দোদ্দীপন করিতে পারে।

বরদাকাণ্ড।

হাতে লও পান গুয়া সভ্য শ্রোতাগণ।
অপূর্ব্ব বরদাকাণ্ড করিব বর্ণন॥
রত্নাকর নামে পূর্ব্বে গেঁজেল প্রধান।
ত্রেতাযুগে ছিল এক দস্যু বলবান॥
মালচেলা পরি এক যষ্টি হাতে ধরি।
কাটাত জীবন লোক মুণ্ডপাত করি॥
এক দিন চতুর্ম্মুখ পড়ি তার স্থান!
মুণ্ড ভয়ে কম্পবান চতুর্দ্দিকে চান॥
এক মুণ্ড তরে নরে কিবা করে আন।
চারি মুণ্ড তরে ব্রহ্মা দিল বরদান॥
"বনে বসি গাঁজা খাও বম্ বম্ বল।
হইবা বাল্মীকি নামে মুনি মহাবল॥"
বরে তুষ্ট রত্নাকর ছাড়ি পঞ্চমুখে।
পঞ্চবটী তপোবনে মুনি হন সুখে॥
স্বভাবের দোষ কভু নাহি হয় আন।
মুনি হয়ে রত্নাকর তবু গাঁজা খান॥
তুরিতানন্দের গুণ যাই বলিহারি।
কত শত তোলে ভাব কহিতে না পারি॥
এক দিন গুরুতর ধূম পান করি।
গাল্পগল্প রচে মুনি নিজ মন ভরি॥
রাম নাই রামায়ণ গাঁথিতে লাগিল।
হনুমান্ জাম্বুবান্ অনেক গড়িল॥
ধূমবলে দশমুণ্ড রাবণ বানায়।
সূর্পণখা রাক্ষসীরে মদনে মাতায়॥
আর আর যত কথা কে করে ঠিকানা।
ধূমপানে মত্ত মন কেবা করে মানা॥
ঝুড়িকত রগড়ের ভাব মিলাইয়া।
প্রচারিল মুনি নাম রামায়ণ দিয়া॥
পরে ধর্ম্মপরায়ণ দশরথ ঘরে।
ধর্ম্ম অবতার রাম জন্মগ্রহ করে॥
সত্য হিন্দু ছিলা রাম কমললোচন।
ব্রহ্মার বচন তিনি করিলা পালন॥
পাছে রত্নাকর কথা সত্য নাহি হয়।
রামায়ণ মতে কার্য্য কৈলা সমুদয়॥
হিন্দুচূড়া ছিলা রাম ধর্ম্ম অবতার।
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু চেষ্টা ছিল তাঁর॥
সেই হেতু দস্যুবর বাল্মীক রচনা।
সত্য করিবারে যত্ন করিলেন নানা॥
কিন্তু এবে কলিকাল ফষ্টি নষ্টি নাই।
হিন্দুধর্ম্মে ভক্তিমান্ লোক কোথা পাই॥
রাম অগ্রে রামায়ণ গাইতে চাহিলে।
ওষ্ঠাগত হবে প্রাণ ঘুসো আর কিলে॥
এই হেতু কলিকালে নব্য দল ডরে।
রামের আগেতে নাহি রামায়ণ করে॥
যথার্থ ঘটনা যত দেখিয়া শুনিয়া।
প্রকাশে লোকের কাছে যতন করিয়া॥
আমরাও সেই প্রথা মাথায় ধরিয়া।
গাইব বরদাকাণ্ড বেহালা বান্ধিয়া॥
বসন্তক সহ মিলি বাসন্তিকা গান!
শুনিবে ভারতে যত আছে পুণ্যবান॥
বরদাকাণ্ডের কথা অমৃত লহরী।
হরি হরি বল সবে কথারম্ভ করি॥

কথারম্ভ।

সারজী নামেতে গৈকবাৰ বরদার।
আছিল প্রবল রাজা ইতিহাসে কয়॥

তিন পুত্র ছিল তাঁর জানে সর্ব্বজনে।
পরম প্রফুল্ল রাজা পুত্র দরশনে॥
গণপত রাও আর খণ্ডিরাও বীর।
কনিষ্ঠ মল্লর রাও বুদ্ধে চক্ষু স্থির॥
আঠারশো সাচ্চল্লিশ খৃষ্টসম্বৎসরে।
সায়জি চলিয়া যান শমননগরে॥
পিতার মরণে শূন্য হ'লে সিংহাসন।
গণপত রাও তাহে করে আরোহণ॥
খণ্ডিরাও মল্লরাও ছোট দুই ভাই।
হাঁডুডুডু খেলি ফেরে অন্য কার্য্য নাই॥
আঠারশো ষট্‌পঞ্চাশত খ্রীষ্ট সনে।
গণপত রাও গেলা শমন ভবনে॥
ভ্রাতৃত্যক্ত সিংহাসনে খণ্ডিরাও বসে।
ভারতেতে ঢিঢি রব হল তার যশে॥
শিকায় তুলিয়া রাখি রাজকার্য্য যত।
ব্যায়ামে মাতিলা রাজা মত্তহস্তি মত॥
ধন্য হাঁডুডুডু তোরে বলিহারি যাই।
মজাতে লোকের মন তোর তুল্য নাই॥
রাজার ছায়াল রাজভাব গেল দূর।
মল্লদল মাঝে নাম হইল প্রচুর॥
যুটিল শিক্ষক ভাগ্যগুণে মনোমত।
উড়্‌রাম নামে কর্‌লেন বীরব্রত॥
শিখাইলা খণ্ডিরায়ে কতমত খেলা।
লাগিল বরদা রাজ্যে কুস্তিগীর মেলা॥
সাহেবে সাহেবে হয় ধূলা পরিমাণ।
কত শত বিবি তার কে করে ঠিকান॥
গণ্ডা গণ্ডা বসে গুণ্ডা দেউড়ি সাজায়ে।
কুস্তিগীর মহাবীর মাটিমাখা গায়ে॥
রজা মহা বলধর যোঝে সাধ্য কার।
উচ্চ অংশ গজস্কন্ধ আকারে গাণ্ডার॥
মারে তাল ডরে মাল শব্দে ভয়ঙ্কর।
ম্যাড়াগণে জয় করে ঢুঁতে নরবর॥
মেষের সহিত তাল মাথা মারে যার।
বুদ্ধির বাখান আমি কি করিব তার॥
নিত্য নিত্য খানা হয় কে করে গণন।
ভাল পাত পান ম্লেচ্ছ সম্পাদকগণ॥
কর্‌ণেল, জাঁদ্‌রেল সেপ্টনেণ্ট শত।
আসে যায় ইংরাজ কে কহিবে কত॥
নাচ গান বাদ্য মল্ল যুদ্ধ আদি খানা।
অবিরত রাজঘরে নাহি মাত্র মানা॥
রঙ্গে ভঙ্গ ক্ষণমাত্র না হয় রাজার।
বিবি সাহেবের দলে আনন্দ অপার॥
কেহ কন খণ্ডিরাও বড় যোগ্য জন।
কেহ বলে গৈকবাদ রাজ্যের ভূষণ॥
সংবাদ কাগজ যত ইংরাজী ভাষার।
খণ্ডিরাও যশে পূর্ণ দেহ থাকে তার॥
নাচখানা খেয়ে মত্ত রেসিডেণ্টবর।
খোস্‌নামির পত্র দেন উপর উপর॥
চক্ষু অন্ধ গভর্ণমেণ্ট রেসিডেণ্ট নড়ি।
প্রশংসা ডেস্পাচ পত্র দেন তাড়াতাড়ি॥
আর কেটা রাখে খাণ্ডিরাজে ছাপাইয়া।
ঢীঢীকার যশোধ্বনি জগত যুড়িয়া॥
বুদ্ধিতে রাজার তুল্য দেবগুরু নন।
জ্ঞানে নূন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন॥
প্রজার শাসনে রাম কোথা তার লাগে।
বলে বৃকোদর নহে খণ্ডিরাও আগে॥
এইরূপ দেশে দেশে সুযশঃ প্রচার।
প্রশংসা ইংরাজ মুখে ধরেনাক আর॥

এইরূপে সর্ব্বসুখে সুখী গৈকবাদ।
ঘটিল বিধির বলে হরিষে বিষাদ॥
অতুল বিভব আর ঐশ্বর্য্য প্রচুর।
পুত্র বিনা অন্ধকার ছিল রাজপুর॥
যজ্ঞ হয় পূজা হয় দৈব তুষ্টি কর।
যোগী ঋষি দৈববাদী আসে বহুতর॥
কিছুতেই রাজগৃহে পুত্র নাহি হয়।
নিঃসন্তান গৈকমার সর্ব্বলোকে কয়॥
ডাকতার আসি পরে বলিল রাজায়।
বহুবল হেতু তাঁর পুত্র হওয়া দায়॥
অসারেতে জল সার ভাবি রাজা মনে।
আনিলেন বহু যত্নে গণকারগণে।
চণ্ড নামাইয়া গণে যত গণকার।
ভাই রাজ্য পাবে পুত্র না হবে রাজার॥
এত শুনি খাণ্ডিরাও মহা কোপভরে।
ভাই মল্লরায়ে বদ্ধ করে কারাগারে॥
ইংরাজের বন্দুকের গুতো না থাকিলে।
করিত কিচক বধ লাথি আর কিলে॥
কি করে সাঙ্গিন ভয়ে ক্রোধ সম্বরিয়া।
প্রাণে না মারিয়া তারে রাখিল বান্ধিয়া॥
মনস্তাপ মহার্ণবে খাণ্ডিরার জলে।
অকালে পড়িলা রাজা কালের কবলে।
মল্লরায় তবে পেয়ে বন্ধন মোচন।
লম্ফ দিয়া অধিকার করে সিংহাসন॥
লম্ফ দিয়া বীর উঠি রাজত্ব বিমানে।
শত্রুদলে দমে ক্রোধ শিলা বরিষণে॥
খাণ্ডিরায়ে যারা সবে পরামর্শ দিল।
মল্লরায় রাজ্যে তারা প্রমাদ গণিল॥
এদিকেতে রঙ্গরসে মাতি মল্লরায়।
সাহেবের থানা নাচ দিতে ভুলে যায়॥
কলির দেবতা এরা সঙ্গ অঙ্গ সাদা।
সর্ব্ব অগ্রে পূজা লন গণেশের দাদা॥
অপরাধ ঘোরতর ফল কোথা যায়।
রেসিডেণ্ট মনে হল কোপের উদয়॥
হেনকালে মল্লরায় শত্রু যত জন।
আশ্রয় চাহিল আসি সাহেবের স্থান॥
সভয়ে অভয় দাতা সাহেব সুজন।
তাদের লইলা ক্রোড়ে করিয়া যতন॥
ফেরির সাহায্য শত্রুগণ সবে নিল।
মল্লরায় মনে মহা কোপ উপজিল॥
মনে মনে অভিমান ফুটিবারে নারে।
গণনা করিলা রাজা আনি গণকারে॥
গণকে গণিয়া বলে ফেরি তাঁর শনি।
লক্ষ্মী বিনা তাহার সমতা নাহি গণি॥
শুনি রাজা গ্রহশান্তি করিবার তরে।
লক্ষ্মীরে বিবাহ করি আনিলেন ঘরে॥
লক্ষ্মী দেখি ফেরি শনি ক্ষুব্ধ অতিশয়।
হেনকালে পুনাকরভাই [illegible]সি কয়॥
ভয় নাই গ্রহেশ্বর শনি আপনার।
গাড়বান লক্ষ্মী ঘরে এসেছে রাজার॥
কোপে আস্ফালন করি ফেরি সেইক্ষণ।
লাটের নিকটে এক পাঠায় লিখন॥
শুনি লাট হতজ্ঞান সভাসদ যত।
অবাক হইয়া রহে পুতুলের মত॥
পরিশেষে লাট বর সন্দেহ মোচনে।
নিযোজেন কমিসন ঘটনা সন্ধানে॥
খুঁড়িতে যাইয়া কেঁচো বার হলো সাপ।
ফাঁফর হইয়ে ফেরি ভাবে একি পাপ॥

কের্দ্দানী

কেম্বি সাহেব বরদার হাটে স্বয়ং আগমন করিয়া
নাগরা দিলেন
"যে রাজার বিপক্ষে বলিবে
সে আমার আশ্রিত হইবে
কার সাধ্য কে কি বলে,
পিছনে বন্দুকের হুড়াটা
আসিয়া দেখুক।"

এই মতে প্রায় ২০ জন সাক্ষ্য একত্র করিয়া প্রথম কমিসনে বাজী ফতে করিলেন।

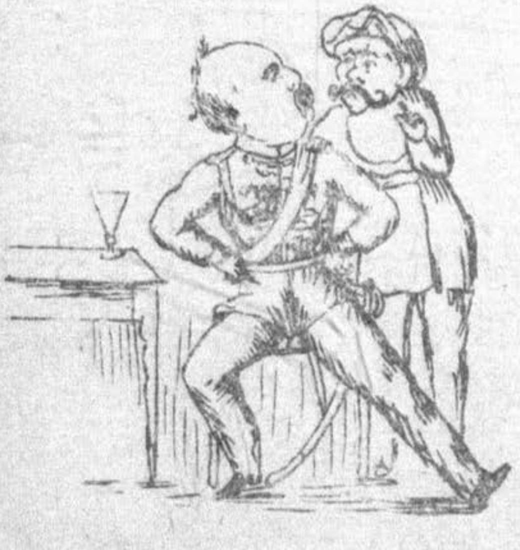

হরিষে বিষাদ! ভাই পুনাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে তাহার বিপক্ষে এক "খরিতা" লাট সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছে।

রাগ

ভয়

ফেরি সাহেব প্রত্যহ প্রাতে পেনেলারে সর্ব্বৎ খাইতেন (পাকাপেনেলা না পাইলে কিলিয়ে পাকাইতেন) বাবু সেবন করিয়া যে মাত্র গেলাসটাতে হাত দিয়াছেন অমনি যেন তাই পুণাকর (এ কথা তিনি ঠিক বলিতে পারেন না) কে যেন বলিল —"ওতে বিষ আছে, হীরার গুঁড়া, শেঁখো আর তাঁবা।" আকেল গুড়ুম হইয়া পড়িল।

সন্দেহ ভঞ্জন

ডাক্তার সাহেব কর্ণেল সাহেবের হীরা আর শেঁখো বিষ সংঘটিত পত্র পাইয়া দেখিলেন যে—এক "ঋক্‌টো ফিড্রাল, কস্টাল" !!! কোন সন্দেহ রহিল না।

জুজু

লাট সাহেব রায়জীর কোমর বন্দ ও পেনেলা সর্ব্বতের গেলাস দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন, মনে দ্বিধা রহিল না

দুই চারি রেপ্রিমেণ্ড হবে ছিল মনে।
বুদ্ধি রসাতল গেল দেখি কমিসনে॥
কি করেন চারা নাই সাক্ষ্য দিতে হবে।
সাক্ষ্যের যোগাড় করা আবশ্যক তবে॥
এ দিকেতে মল্লরায় গোল্লায়ের পথে।
চলিলেন চড়ি সুখে আয়েসের রথে॥
অন্তঃপুরে সদা মন আর কাজ নাই।
মেগের কাছেতে মাত্র পেকের বড়াই॥
কুষ্মাণ্ডের দল তাঁর পারিষদগণ।
কি করিবে কোথা যাবে নাহি স্থির মন॥
দুই চারি জন যার কাণ্ডজ্ঞান ছিল।
তারা আসি গৈকবাদে পরামর্শ দিল॥
পরামর্শ পেয়ে রাজা হয় স্থির মন।
পাঠাইল গভর্মেণ্ট কাছেতে লিখন॥
"ব্রিটিশের মিত্ররাজ্য বরদা জানিত।
সদাকাল ইচ্ছা করে ব্রিটিশের হিত॥
যত্নবান গৈকবাদ দোষ সংশোধনে।
নিয়োজিয়া রাজকার্য্যে যোগ্য মন্ত্রিগণে॥
কমিসন বসে যদি বরদা নগরে।
রাজার শাসন কার্য্য বিচার না করে॥
তবে কোন ফলোদয় হইবার নয়।
নিষ্ফল হইবে তাঁর যত্ন সমুদয়॥"
গৈকবাদ কথা সব কেহ না মানিল।
বরদায় কমিসন তথাপি বসিল॥
ভাবিয়ে অস্থির ফেরি কি হবে উপায়।
সাক্ষীতো আমার নাই একি ঘোর দায়॥
ভাগ্য ফলে হেনকালে নিকটে তাঁহার।
আসি উপনীত হন ভাই পুনাকার॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি কোথা লাগে তার ঠাঁই।
কৌশলে কে জিনে তারে বাবার গোঁসাই॥
অবিলম্বে আশ্বাসিল শনিগ্রহবরে।
উটচালকেরে এক আনিল সত্বরে॥
কমিসন কাছে সেই কহিল তখন।
হরিয়াছে গৈকবাদ তার সর্ব্বধন॥
সাত দিন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া।
রেখেছিল তারে বুকে পাথর চাপিয়া॥
কিন্তু এক সাক্ষী মাত্রে কিছু নাহি হয়।
অকুল পাথার ভাবে ফেরি মহাশয়॥
ভাই পুনাকারে বলে আর সাক্ষী দেহ।
তাহার কথায় সাক্ষ্য নাহি আসে কেহ॥
এত ভাবি ফেরি এক ঢাক গলে নিয়ে।
দোহাতি মারিলা কাটি হাটমাঝে গিয়ে॥
বলিলা সকল লোকে ডাকিয়া তথায়।
"কমিসনে সাক্ষ্য যেবা দিবে বরদায়॥
যে পারিবে গৈকবাদ দোষ ধরে দিতে।
তুষিবেন তারে বাহাদুর উপাধিতে॥"
ঘোষণা শুনিয়া সাক্ষ্য জুটিল বিস্তর।
কেহ বলে গৈকবাদ জ্বালায়েছে ঘর॥
কেহ বলে ফাঁসি দিয়ে মারিয়াছে নর।
কেহ বলে মাগ কেড়ে নেছে নরেশ্বর॥
কেহ বলে দেছে তার পাকা ধানে মই।
কেহ বলে দেছে তার পান্তাভাতে দই॥
এইরূপ কত অত্যাচার কেবা গণে।
সাক্ষিগণ নিবেদন করে কমিসনে॥
তের চার্জ সাজাইয়া রেসিডেণ্ট ধীর।
সাক্ষী লয়ে কমিসনে হলেন হাজির॥
কিন্তু যে ধর্ম্মের কল বাতাসেতে বাজে।
সাক্ষিগণ না আসিল তার কোন কাজে॥

সাক্ষীদের এজহার শুনি কমিসন।
অগ্রাহ্য বলিয়া রায় করিল অর্পণ॥
এক মাত্র অপরাধ করিয়া গণন।
শত মুদ্রা নিরূপিলা ক্ষতির পূরণ॥
কহিল সকল লোক সম্বাদ পড়িয়া।
দিয়াছিল চার্জ্জ সব অতি বাড়াইয়া॥
মল্লরায় নিজকৃত অপরাধ নয়।
খণ্ডিরায় সকল গোলের মূল হয়॥
"কুহু কুহু করি গেল কোকিলনন্দন।
বিপাকে পড়িয়া হ'ল পেঁচার বন্ধন॥"
বাল্যকালে শোনাকথা এত দিনে ফলে।
দশাননে ব্রহ্মশাপ যথা কত কালে॥
কমিসন হ'ল সাঙ্গ ফেরি রুষ্ট হন।
মল্লরায় রাজকার্য্যে দিল কিছু মন॥
উপযুক্ত লোক আনি সুশাসন তরে।
প্রতি কার্য্য ভাগে রাজা নিয়োজন করে॥
কিন্তু তাহে কিছু মাত্র ফল না হইল।
সর্ব্বরূপ শুভকর্ম্মে অশুভ ঘটিল॥
সাপে নেউলেতে কোথা ঘটে সম্মিলন।
ঘোর যুদ্ধ হুড়াহুড়ি হয় অনুক্ষণ॥
সেইরূপ গৈকবাদ পড়িল বিপদে।
উন্নতি করেন কিসে শত্রু পদে পদে॥
পরিশেষে হতাশ্বাস হয়ে খণ্ডিরায়।
লাটের নিকটে এক খরিতা পাঠায়॥
খরিতা পাইয়া লাট বিচারিয়া মনে।
রিকল লিখন দেন ফেরির সদনে॥
এ দিকেতে পুনাকার আদি যত জন।
খরিতার মন্দ ফল করিয়া গণন॥
ভয়ঙ্কর দুরদৃষ্ট হইবার ভয়ে।
ফাঁফর হইল ভারী ব্যাকুল হৃদয়ে॥
কি করে উপায় কিছু ভাবিয়া না পায়।
অসারেতে জলসার করিল নিশ্চয়॥
বিধির এ বিড়ম্বনা বুঝে সাধ্য কার।
অমৃতে উঠিল বিষ একি চমৎকার॥
বাধিল বিষম গোল কে করে বর্ণন।
আয়োজনে এক মনে সাজে সর্ব্বজন॥
হুটাহুটি ছুটাছুটি পড়ে গেল তাড়া।
কাঁপিয়া উঠিল পৃথ্বী সুমেরুর গোড়া॥
বম্বে আর কলিকাতা টেলিগ্রাফ তরে।
আন্দোলিত হয় রাজ্য কাঁপে যত নরে॥
নারদের পিতামহ পুলিস উল্লাসে।
বগল বাজায় নখে নখ ঘষি হাসে॥
কন্দলে পরম খুসি পুলিসের টুপি।
কেটে যোড়ে যুড়ে কাটে কত গুপিচুপি॥
পরেতে উত্তরাকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ডের বাবা।
উপমায় বর্ণন করিবে তার কেবা॥
বিরিঞ্চির বরে যেন শক্তি কিছু পাই।
গাইতে শেষের কাণ্ড এই ভিক্ষা চাই॥
হরি হরি বল সবে কাল ব'য়ে যায়।
করিলাম এই স্থানে আদিকাণ্ড সায়॥
বরদাকাণ্ডের কথা অমৃত সমান।
বসন্তক ভণে রঙ্গে শুনে পুণ্যবান॥

উত্তরাকাণ্ড।

ত্রেতাযুগে মহাবল দশ মুণ্ডধারী।
আছিল প্রবল রাজা লঙ্কা অধিকারী॥
অঞ্জনানন্দন নাম বীর হনুমান।
সাগর লঙ্ঘিয়া বীর স্বর্ণপুরে যান॥

গিয়া তথা উপপ্লব করিল ভীষণ।
লণ্ড ভণ্ড কৈল আসি মধুচুতবন॥
লাঙ্গুলে দেউটি জ্বালি জ্বালাইল ঘর।
পুড়িয়া মরিল তাহে রক্ষঃ বহুতর॥
লেজের অনল কিন্তু নিবান না যায়।
নির্ব্বাণ করিতে মুখ দগ্ধ হয় তায়॥
লঙ্কা হতে ফিরি যবে স্বদলে মিলিল।
তার সম সবাকার বদন পুড়িল॥
সেই রূপ গৈকবাদ রাজা বলবান।
বরদায় কৈল রাজ্য রাবণ সমান॥
সাগর হইয়া পার ফেরি মহাবীর।
আসি বরদায় কৈল রাজারে অস্থির॥
মান যশ ধন বল রূপ মধুবনে।
অত্যাচারে লণ্ড ভণ্ড কৈল অল্পক্ষণে॥
বোম্বের পুলিস রূপ লাঙ্গুল অনলে।
সোনার বরদা দগ্ধ করে কলিকালে॥
নিবাইতে লাঙ্গুলের অনল ভীষণ।
পুড়িল ইংরেজকুল উজ্জ্বল বদন॥
অতএব অবধান কর সভ্যগণ।
বরদায় লঙ্কাকাণ্ড করিব কীর্ত্তন॥
উত্তরাকাণ্ডের কথা অমিয়লহরি।
যেবা শুনে স্বর্গে যায় দিব্য দেহ ধরি॥

বসিল বিচার, অতি চমৎকার,
বর্ণেতে বর্ণিব কত।
তিন হিন্দু রাজা, তিন খ্রীস্টভজা,
বিচারক ধর্ম্মরত॥
উকিল কৌঁসিল, করে কিল কিল,
পগারে ব্যাঙাচি সম।
বিবি সাহেবেতে, দেখে চৌদিকেতে,
দেশি লোক নহে কম॥
ঘন পাখা চলে, বিচারের স্থলে,
এক মনে শুনে সবে।
লেমনেড কত, সোডা শত শত,
ফোটে ছুমদাম রবে॥
রিপোর্টারগণ, লিখেন লিখন,
সংবাদ পত্রের তরে।
একমে হাজার, লিখন সবার,
নিজ নিজভাব ভরে॥
যত হিন্দুগণে, ধ্যানে মগ্নমনে,
শিবদ শঙ্করে স্মরে।
মিছা বর্ণনায়, পুথি বেড়ে যায়,
সার কথা বলি পরে॥

লম্বোদর দাড়িধর স্কোবোল তখন॥
বিচারক ছয় জনে বলেন বচন॥
দুই অপরাধে শেষে রাজা মল্লরায়।
লোক জনে ঘুস দেওয়া, বিষ দেওয়া তায়॥
প্রথমে আমিনা আয়া সাক্ষ্য দিল আসি।
কথা শুনি সভাস্থলে পড়ে গেল হাসি॥
বলে মাগী গৈকবাদ রাজা ডাকি তারে।
বহু অর্থ দিয়াছিল ঘুসের আকারে॥
গিন্নীরে করিতে বশ দাসী উপাসনা।
করেন সকল দেশে সুবুদ্ধি সুজনা॥
ভালেন্টিন যবে তারে কৈলা ধরাধরি।
কান্দিয়া কহিল তবে আমিনা সুন্দরী॥
"ব্রিটিশের নুন খাই বিলাততে যাই।
পায়ের ব্যথায় মরি মিথ্যা কিছু নাই॥"

শুনি আমিনার সাক্ষ্য কত লোকে কয়।
"ধর্ম্মরতা আরা কথা সব সত্য হয়॥'
অন্য লোক বলে "মাগী ঘাগী প্রতারিণী।
মল্ল রায়ে যুক্তি দানে কারে কি মেলেনি॥
কারভাই পুঞ্জভাই সাক্ষী এলো পরে।
কারার দুর্দ্দশা-বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল তারে॥
করযোড়ে পুঞ্জ ভাই কহিল তখন।
"সরকার জানেন সব আমি হীন জন।"
বিবাহ হয়েছে কি না জিজ্ঞাসিলে পরে।
"ভুলে গেছি" বলিল সে সভার গোচরে॥
তার পর আসি সেক করিম কহিল।
আমিনার সঙ্গে রাজগৃহে গিয়েছিল॥
গাড়য়ান সন্দলের সাক্ষ্যে গেল জানা।
তার গাড়ী চড়ে যায় করিম আমিনা॥
অতঃপর ফেরি আসি বিচারের স্থলে।
দিলেন জবানবন্দী বিবিধ কৌশলে॥
হাওয়া খাই বাহে যাই ঘোড়া চড়ি ফিরি।
পেনেলার রসে সরবত পান করি।
কপালের ফোড়া ফাটে, নাক ফুলে মূলো।
পেট কামড়ায় লোপ বিদ্যা বুদ্ধি গুলো॥
ভাবিয়া না পাইতাম হল মোর কিসে।
জানিলাম ঘটে সব সর্ব্বতের বিষে॥"
এত শুনি ভালেণ্টিন ক্রশ করে তারে।
"বল দেখি ফেরি আসি সভার ভিতরে॥
বোম্বায়ের গভর্মেণ্ট লিখন লিখিয়া।
অনুযোগ করে কি না তোমা দোষ দিয়া॥
প্রশ্ন শুনি কোপে অভিমানে দগ্ধ ফেরি।
স্বীকার পেলেন বহু করি তেরি মেরি॥"
"গভর্মেণ্টে অনুযোগ মোরে করে সত্য।
পুনাকার দেয় মোরে বিষদান তত্ত্ব॥
নাকে ধরি পুনাকার মোরে না ফিরায়।
বিশ্বাস আছিল মোর তাহার কথায়॥
পুনাকার বড় লোক সর্ব্বতের কাছে।
একবার মাত্র যায় আর সব মিছে॥"
অতঃপর ডাকতার সিবার্ড বলিলা।
অক্সোহিড্রাস কণা সর্ব্বতে পাইলা॥
গ্রের কাছে সিউয়ার্ড এক ঔন্স মান।
সর্ব্বত তলানি লয়ে দেখিতে পাঠান॥
বুটিঙ্গেতে মুড়ি উহা গ্রে নাম সুজন।
ভাজি পোড়া চচ্চড়ি ও টিপন টাপন॥
করিলেন নানা মত মুষ্টিযোগ ভাল।
দেন পরে নানা রূপ দ্রাপকেতে জাল॥
পুড়ে ঝুড়ে নালে ঝোলে মামী মার খেলো।
অক্সোহিডরাল কণা তায় দেখা দিলে॥
সম্বাদে হলেন ভস্মা জয়পুর-পতি।
সাক্ষাতে দেখাতে চান গেরে মহামতি॥
গর্ম্মির না হলে নর্ম্মি রসায় না রস।
স্থগিত রহিল তাই দেখান চাক্কস॥
রাওজী আসিয়া অতঃপর সাক্ষ্য দিল।
বিষদানে পেড্রো তার সহকারী ছিল॥
পেড্রো বলি লোকের এ মিথ্যা প্রতারণা।
রাওজীর সঙ্গে সেই কখন ছিল না॥
নর্স্ব বলে মল্লরায় আগে গালি দিল॥
পরে কিন্তু তাঁর সঙ্গে ভাব হয়েছিল॥
দামোদর পান্থ সাক্ষ্য দিল সভাস্থলে।
"শুনিলাম জনরব বরদা মণ্ডলে॥
ফেরি উদরের রোগে বড় কষ্ট পান।
আরামের তরে হীরা সেঁকো কৈনু দান॥"

সভা — সনদ্ পাঠ

প্রথমে একথা পান্থ গোপন করিল।
ইংরেজী গুতোর ভয়ে শেষেতে মানিল॥
হেমচাঁদ জহুরীর সাক্ষ্যে সভাতলে।
রাজার হীরক ক্রয় গেল রসাতলে॥
কহিল জহুরী তার খাতার লিখন।
বল করি পুলিসের কল্পিত বচন॥
এই রূপে সাক্ষী সব এজাহার দিল।
কৌঁসেলে কৌঁসেলে এবে লড়াই বাধিল॥
নেড়ীর দলের কবি বলিলেও চলে।
দুই দলে বাকযুদ্ধ চলে সভাস্থলে॥
ভালেন্টিন বলে নাক বার করি আগে।
ডাক ছাড়ি মাথা নাড়ি গলা তাড়ি রাগে॥
গাড়োল গণ্ডার গাধা গণ্ড গুলিখোর।
উল্লুক উচিঙ্গা উট ফেরি উল্কাঘোর॥
বোম্বাই পুলিস বোকা বাঁদর বথার।
অত্যাচারী অসামান্য আপদ অসার॥
শুনি এস্কোবোল ভুঁড়ি নেড়ে দাড়ি ঝেড়ে।
বলিল বজ্জাত বাবু বেয়াদব বেঁড়ে।
চোর চাসা চানাখোর চোট্টা চড়া চুয়া।
মিথ্যাবাদী মল্লরায় সব কাজ ভূয়া॥
বিষদান পাপ তার কৃত সুনিশ্চয়।
সত্য সত্য সব সত্য অতি সত্য হয়॥
বিচার হইল সাঙ্গ হিন্দুরাজগণ।
কহিলেন মল্লরায় দোষী না কখন॥
ইংরেজ বিচারপতি হয়ে একতান।
খাদিস্বরে দোষী রায় করিলেন দান॥
বাধিল বিষম গোল উপরের দলে।
টেলিগ্রাফে ঘন ঘন মতামত চলে॥
লাট কন দোষী বটে রাজ্যচ্যুত হবে।
সালিশ্‌বরি কন নিন্দা ঘুষিবেক তবে॥
পরিশেষে লাটের হুকুম হল বড়।
নড়িবে হাকিম তবু হুকুম অনড়॥
মল্লরায়ে রাজ্যচ্যুত করিবার তরে।
অনুমতি হল বঞ্চি তাঁর বংশধরে॥
আঁদাড়ে পাঁদাড়ে যত রাজবংশ ছিল।
গদির লোভেতে সবে হাজির হইল॥
সর্ব্ব ছোটটিকে নিয়ে মিত ও স্টুটার।
যমুনা বাইরে দিয়ে দিল রাজ্য ভার॥
বাধিল বিষম গোল বিজাতক বলি।
খুঁজিতে লাগিল সবে পুঁথিপাটাগুলি॥
পরিশেষে পুরুতের করি টিকি ধাঁই।
বাহির করিল লেখা স্টুটার গোঁসাই॥
পিলাজীরায়ের বংশ শিবজী সুজাত।
তাঁহারে দিলেক রাজ্য সেনা করি হাত॥
মুখ-পোড়া মল্লরায়ে প্যাকেজ করিয়া।
মস্টে মস্টে মান্দরাজে দিল পাঠাইয়া॥
বরদা উত্তরকাণ্ড এই হল সায়।
হরি হরি বল সবে বসন্তক গায়॥

বসন্তকের পুস্তক রচনা।

বসন্তক—বাসন্তিকা! বাসন্তিকা! শীঘ্র একবার এ দিকে এস।

বাসন্তিকা—(আসিয়া) কি নাথ কি?

বসন্তক—"আজ সকাল সকাল দুটি ভাত রেঁধে দাও, আর আমার রামজামা আর চূড়াটা ঝেড়ে ঝুড়ে দিও দেখি।"

বাসন্তিকা—কেন কি হবে?

বসন্তক—আঃ! সব কথা বুঝি না শুনলেই নয়!